মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জুন, ২০২৬
জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ✪ জুন ২০২৬

বিশ্বাত্মা স্বয়ংই হয়েছেন অন্তরাত্মা		৩
পূর্ণ উপলব্ধির ভাব সঞ্চালনের এই পর্বে	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
সংসাররূপ সাধন ক্ষেত্র	প্রণবেশ রায়	১৫
প্রণাম করি	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৬
ভাগবতী রূপ মাধুর্যে	সায়ক ঘোষাল	১৬
মনের লাগাম/মনের শক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ	দেবপ্রিয়া ঘোষাল	১৮
শ্রী অনির্বাণের হৈমবতী	আশুরঞ্জন দেবনাথ	১৯
SRI ANIRVAN	Ashu Ranjan Debnath	২৪

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

বিশ্বাত্মা স্বয়ংই হয়েছেন অন্তরাত্মা

প্রজ্ঞায় ভাস্বর ঃ মহাবিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে পরম চেতনের স্পর্শ। স্পন্দনে মূর্ত হয়ে রয়েছে মহাকালের কালস্পন্দন। এই কাল-স্পন্দন স্বতঃই হয়ে উঠেছে জীবনের ছন্দের অঙ্গ। ভগবান নিজের প্রকাশ রূপের বৈচিত্রে হয়েছেন জগৎময় বিস্তৃত। এই বিস্তৃতি সদাই হয়ে উঠবে অনন্য। তিনি স্বয়ংই এই অনন্যতার শক্তি-সুষমা-সৌন্দর্য। তিনি বহুভাবে বহু প্রকাশ পথে করেছেন জগতের এই ব্যাপ্ত বিন্যাসকে। প্রতিটি প্রকাশই স্বাতন্ত্রে ভরপুর। প্রত্যেক জীবন স্বতন্ত্র। বস্তুর আকারের সাযুজ্য তার অভ্যন্তরের শক্তি ও সম্পদকে একান্তে বরণ করে নিতে পারে। এমনই নিত্য ভাবময় এই বিকাশ স্বতঃই ভগবানের স্পর্শকে উন্মোচন করে দেয়। এমনই নিত্য সনাতনের ভাবপ্রবাহ হয়েছে স্বতঃ প্রবাহিত হয়েছে জীবনের ব্যাপ্ত চেতনে হতে যুক্ত সদাপ্রত্যয়ের এই পর্বে। যেমনটি ভাবসঞ্চয় হয়েছে জীবনের মাঝে অনুভবের প্রবাহ হয়ে ওঠে তেমনই ঘন-বিকাশী স্বতঃই।

জ্ঞানং নিঃশ্রেয়ার্থায় পুরুষস্য আত্ম দর্শনম্।
যৎ আহুঃ বর্ণয়ে তৎ তে হযদয় গ্রন্থি ভেদনম্।। (ভাগবত, ৩/২৬/২)

ভগবৎ উপলব্ধির জন্য সাধন প্রয়াস করতে পারে আত্মজ্ঞান উন্মোচন। / জাগতিক বন্ধনের জন্য সাধন প্রয়াস করতে পারে আত্মজ্ঞান উন্মোচন। / ক্রমপর্যায়ে আসবে উপলব্ধির ঢেউ অন্তর মাঝে স্বাতন্ত্রে। / ক্রমে উপলব্ধির ক্ষণ প্রভায় হবে সঞ্চয় ব্রহ্মপ্রজ্ঞা করিবে ছিন্ন বন্ধন। / হৃদয়ের গভীর গহন চেতন ভাবপথে হবে সঞ্চিত দৈবী ভাব সংবেদে। / ভাগবতী বার্তা করবে প্রবেশ জীবন চেতন গভীরে হয়ে চিন্ময় প্রকাশ।

জ্ঞানময় চেতন তখনই হয়ে ওঠে মূর্ত তখনই জানা যায় ভগবানর অনুভববেদ্য রূপমাধুর্য্য। এই রূপময় প্রকাশের মধ্য দিয়েই হয়ে ওঠে নিত্য সনাতনের জগৎ প্রকাশ রূপের মধ্যে হয়ে নিবদ্ধ মনের দ্বার করে রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে জগতের মাঝে ঐ পরম সত্যের উপলব্ধির এক উন্মুক্ত জীবন ভাণ্ডার। এই জীবন ভাণ্ডারের মধ্যেই ক্রমে সঞ্চিত হয়ে ওঠে একান্ত ভাবদীপ্ত জীবন মণ্ডল। যেমন অস্তিত্ব একান্তভাবে একমনে নিবদ্ধ হয়ে ভগবানকেই স্মরণে মননে অনুধাবনে বরণ করে নিয়েই যাবে এগিয়ে নিত্য ভাবপথের গভীরে। জগতের জড় প্রকাশের এতসব বৈচিত্রের মাঝেই রয়েছে একান্ত একভাবের দৃপ্ত গভীরতার মাঝে নিয়ে দৃপ্তভাবে।

অনাদিঃ আত্মা পুরুষঃ নির্গুণঃ প্রকৃতৈঃ পরঃ। / প্রত্যক ধামাঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ বিশ্বম যেন সমন্বিতম্।। (ভাগবত, ৩/২৬/৩)

পরম পুরুষ তিনি হয়েছেন ব্যাপ্ত জগৎ মাঝে জগৎ বিকাশে। / অনন্ত বিস্তৃত ঐ পরমাত্মা করেছেন জীবনকে আপনত্বে বরণ। / এই জড় বিশ্ব মাঝে তারই ব্যাপ্ত প্রকাশ জীবনের গূঢ় গভীরে। / জ্ঞানসীমার অধিকারে বিশ্ব প্রকৃতির সব অংশে হয়েছেন বিস্তৃত। / স্বয়ং প্রকাশ তিনি হয়েছেন নিত্য ভাব বিকাশের অঙ্গ চেতন।

ভগবান স্বয়ং প্রকাশ ঃ পূর্ণ প্রকাশ তিনি করবেন মুক্ত হয়েছে যে চেতন আনত ও যুক্ত। ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। উপলব্ধি-দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যখন ফুটে ওঠে শিবভাবনা তখনই হয়ে চলে জীবনর নিত্য বিকাশের এই পর্ব মাঝে অনন্তবোধের বিকাশ। ভগবানই জীবনের সব প্রকাশ পর্বের মাঝে স্বতঃ প্রকাশিত এক উদার উন্মুক্ত চেতন সমাহার। এই চেতন সংবেদ জীবনকে দেয় নবীন মাত্রা। ভগবানকে চিনতে হয়, জানতে হয় অনুভবের পথ ধরে, অনুভবের বহু বিচিত্র ধরনের মধ্যে একান্ত বিকাশ হতে পারে নিবিড় বিশ্বাসের এক পটভূমিতে বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতেই অনুভবের মাত্রা গড়ে ওঠে। অনুভব স্বতঃই বিকাশ আর বিস্তৃতির পথ দিয়ে এগিয়ে চলে অনন্ত পথের সন্ধানে একান্ত নিবিড় ভাব সংবেদের তরে।

সঃ এষঃ প্রকৃতিং সুষ্মং দৈবীমন গুণময়ীং বিভুঃ।
যৎ ইচ্ছয়া ঐতপাদম্ অভ্য-পাদম্ লীলয়া।। (ভাগবত, ৩/২৬/৪)

ঐ অনন্ত বিকাশী সত্য প্রভার জগৎ ছটা এসেছে জীবন মাঝে।
মহান ঐ অনন্ত প্রকাশ হোক জীবনের আত্যন্তিকে গভীর বিকাশী।
জগতের এই অনন্ত বিস্তৃত জড় প্রবাহ আর উন্মোচনের অভিমুখ এখন।
এই প্রকাশ সবই ভগবানেরই একান্ত বিস্তৃত জীবন প্রবাহ অভিমুখে।
ভগবতী ইচ্ছায় হয়েছে বিকশিত এখন ক্রম অন্বয়ে হয়ে ওঠা বাস্তব।
বস্তু জগতের সব সীমা পেরিয়ে সত্য প্রভায় হোক মুক্ত নবপ্রবাহে।

তিনিই অন্তরাত্মা ঃ শিব সনাতনের সাধনটি বস্তুত ভূমার সাধন। ভগবান আদিতে নিরাবয়ব এক চেতন প্রবাহ। দিব্য চৈতন্যের অনন্ত সাগরে তাঁরই আর এক রূপ পরিচয়ে বিষ্ণু রূপের অনন্ত অবয়বের অনন্ত শয়ানে ছিলেন নিবদ্ধ। এখন কালের প্রবাহ হয়েছে স্বতঃই উন্মোচনের অপেক্ষায় এক স্বতঃ বিকাশী অস্তিত্ব। এমন করেই হয়েই হয়ে চলেছে মহাশূন্যের ভাববৈচিত্র ভাববিধি। ভাগবতী ভাব বৈচিত্র এমন করেই সমগ্র বিশ্বকে করেছেন নিজ চেতন প্রবাহের নিত্য আবরণে আবৃত। ভগবানই এই ভাবপথের করেছেন রচনা। নিত্য-বিকাশে এই ভাববিধি হয়ে উঠবে স্বতঃই নিত্য-বিকাশের এক প্রবাহ। আলো-বাতাস-জল সব বৃক্ষ-লতা-তরু সবই হয়েছে সব উন্মোচনের নিত্য মাধুর্যকে একাঙ্গী সাধনের অন্বয়ে যুক্ত করে নিতে। নিত্য মাধুর্য ভগবানকে নিয়ে, এই সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি কণার মাঝের ভাগবতী স্পন্দন হৃদয়ের তন্ত্রীতে এখন হয়েছে ভাস্বর।

—ঃঃ—

পূর্ণ উপলব্ধির ভাব সঞ্চালনের এই পর্বে

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎ-বিস্তৃত সত্য ঃ ভগবানকে জানা যায় রূপে-অরূপে। রূপের মহিমা তাঁর অবয়বে, চরিত্রে, গুণে, জগৎকল্যাণ কর্মের মধ্যে। অরূপের প্রকাশকে বুঝে নিতে হয় তাঁর উপস্থিতির গতি ও স্থিতি অবস্থার অনুভবে। ভগবানের অনুভবই তাঁর স্বরূপের উন্মোচক। তিনি কেমন এই অনুসন্ধানের উত্তর পেতে হয় তিনি যেমন, ভগবানকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যেকার যে কোনও জীবন বা উপাদান দিয়েই বোঝা যায়। সৃষ্টির মধ্যে যে কোনও জীবনই তাঁর স্পর্শ নিয়ে বিরাজ করছে। শুধুমাত্র ঐটুকু জেনে, বিশ্বাসে-ভালবাসায় আমাদের মধ্যে ক্রমসঞ্চারে উপলব্ধি। উপলব্ধির বাহন হল অন্তর চেতন। তিনি যেমন করে উপলব্ধির দ্বার করবেন উন্মোচন তেমন করেই গড়ে উঠবে সেটি। উপলব্ধির সূচনা হতে পারে শুধুমাত্র আত্যন্তিক প্রয়াসে। ভগবানকে ভালবেসে, শ্রদ্ধায় আপনারও চেয়ে আপন করে নিবেদনে হয়ে ওঠে তাঁর চেতন উন্মোচনের ক্ষণ। ভগাবান স্বয়ংই যদি ঐ ভাব প্রবাহকে উন্মোচন না করেন তবে তার যথাযথ উন্মোচন হয় না। উন্মোচন হবে তখনই যখন পাত্রস্থ চেতন বিশুদ্ধও নিবেদিত হয়ে উঠবে যথাযথভাবে। কালাতীত তিনি, অথচ তারই পরিচয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে কালের রথে। তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই বাস্তব অস্তিত্বে থাকেন ক্রিয়াশীল ও সজীব অবস্থানে তাঁরই প্রকাশ হয়ে উঠবে বিশেষ।

Satellites began to measure temperatures on the surface of the earth and in the atmosphere, and to provide detailed information on changes in solar irradiance, stratospheric chemistry. This included ozone depletion such as ozone Hole over Antartica, temperature precipitation, clouds and water vapour, wind velocity, occan velocity currents and surface temperatures including the EL Nino Oscillation, sea level, vegetation and desertification, coastal configuration, volcanoes, snow cover, sea ice, glaciers and ice sheets and human activities such on fires and growth of cities.

Climate scientists braving different weather drilled ice cores in Greenland and Antartica. A fascinating aspect of there ice cores is that they do not contain just ice. Frozen within them are bubbles of air from the distant part, revealing evidence of past concentrations and atmosphere gases, temperatures, dust, pollutants, and radioisotopes. Scientists are learning some amazing things from this icy record of the past.

Donald J. Hughes, Climate Change : A History of Environmental knowledge, in, Mili Ghose (ed.), The shattered Earth Primus Books, 2024, p. 34.

বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বদেবতার পরশ সর্বত্র। সৃষ্টির সবটাই তাঁর অঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। কখনও তিনি রয়েছেন বায়ুর স্পর্শে; কখনও বা ভূমির স্পর্শে, কখনও জলের স্পর্শে, কখনও বা আকাশে বিস্তৃত। তিনি হয়েছেন ব্যাপ্ত সৃষ্টির কোণায় কোণায় — করেছেন সৃষ্টির সব অবয়বকে নিজ অঙ্গীভূত। কখনও বা এটি বস্তুত জগৎ পরিমাপে আবার কখনও ভাবমাত্রায়।

অয়ম মে হস্তং ভগবানঃ পরমান্দম (This hand of mine is that of the lord of Delight.) মানবের কর্মসমূহ তাঁরই কর্ম হয়ে উঠবে যখন ঐ কর্মাদি হবে তাঁরই কাছে সমর্পিত। ভগবানকে অন্তরে ধারণ করে; কর্ম চিন্তা ভগবৎ পাদপদ্মে সমর্পণ করে যখনই হবে ঐ কর্মপথে এগিয়ে চলা, সেটি ভগবান স্বয়ং বরণ করে নেবেন যদি এই নিবেদন হয় যথাযথ নিবেদনটি হল ভালবাসা ও ভক্তির সংযোগ শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস।

অয়ম্ মে ভগবৎ তরঃ (This form of mine is that ot the supreme) যখন শ্রদ্ধা জেগে ওঠে ভগবান স্বয়ং হয়ে যান যেন সম্পর্কে যুক্ত। যেন বন্ধু-আত্মীয়, এমনকি পরমাত্মীয়, তিনিই তখন হবেন অগ্রাধিকারের অধিকারী। অগ্রাধিকারে স্বতঃই হয়ে উঠবে জীবনের নিত্য চলার পথে একান্ত আবশ্যক এক চেতন সংযোগ।

অয়ম মে বিশ্ব ভেষজনো (This wish of mine offers all healing remedy) ভগবৎ চেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠার এই ক্ষণ ক্রমশঃই নিত্য নিরঞ্জনের বাহু ব্যাপ্ত এক নিবিড় ঘন চেতন বিন্যাসের পথ। এই পথের মাঝেই রয়েছে একাত্মতার বোধ। যত জীবন রয়েছে জগৎমাঝে, যত প্রাণ এই বিশ্ব চেতনের মাঝে হয়ে রয়েছে মূর্ত, যত প্রাণের প্রদীপ শিখাময় হয় জগতের ভগবতী জ্যোতির কিরণ দিয়ে চলেছে ছড়িয়ে, সবই ঐ ব্রহ্ম সনাতনের নানা পরিচয়।

অয়ম্ শিবঃ অভিমর্শনঃ (This form is that of Lord Shiva, the Supreme.)

সচ্চিদানন্দ সনাতন তিনি জগৎ মাঝে হয়েছেন বিশেষ প্রাণবিকাশ সূত্র। তিনি আলোকশিখা হয়ে সব জীবনের মাঝে করে

চলেছেন আলোক সঞ্চার। তিনি জীবনের গভীর অভ্যন্তরের জীবনসূত্র। তিনিই সৃষ্টির আদি প্রেরণায় মহাশিবের নবীন বিগ্রহ-ক্ষুদ্র অংশে। আবার সেই তিনিই এখন আপাত স্বাতন্ত্রে বিধৃত হয়ে নানাভাবে সত্যময় জীবন চেতনকে আবাহন করে চলেছেন। জীবের অবয়বে শিব সনাতন এখন অনন্ত বিস্তারী এক পরম প্রকাশমান জ্যোতির্ময়ী জ্যোতিষ্ক।

দ্রুতগামী চেতন বিজয় ঃ অশ্বাজানি বাজিনি বাজেষু বাজিনীবতী
অশ্বান্ সমৎসু বাজয়। অর্বা অসি সপ্তিঃ।
অসি বাজ্যাসি। বাজিনো বাজম্ ধাবত মরুতাং প্রসবে
জয়ত বি যোজনা মিমীধ্বান্ অধ্বনঃ স্বজ্জীত কাষ্ঠাম্ গচ্ছত। (তৈ. স. ১/৭/৮/৪-৮)
সাধন প্রবাহ হোক গতিময় ব্রহ্মপথের অভিযানে।
চেতন বাহন হোক গতিময় অশ্বের দ্রুততায় উদ্ধপথে।
অনুভূতির রাজ্যে হোক সংহত সাধন বিজয় সমূহ।
ক্রম অনুভূতির পর্বে পর্বে আসুক উন্মোচনের শক্তি জীবনে।
সাধন পরিণতি আসুক ক্রম বিস্তার পর্বে ক্রম বিকাশ ব্যবস্থায়
সব মিলনের প্রতীক নিবেদনের গাঢ়তায় আসুক পূর্ণতা।
দাও তোমার পূর্ণতার নিদর্শন আকর্ষণের স্তরে স্তরে এখন
তোমারই আহ্বান করে অনুভব চলুক জীবন স্বতঃই এগিয়ে।

আনন্দঘন মধুময় পার্থিব চেতনে ঃ বাজে বাজে অবত বাজিনঃ ন ধনেষু।
বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ অস্য মধ্বঃ।
পিবতঃ মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পতিভিঃ দেবযানঃ।
তে নো অবন্তে হবন শ্রুতো হবং বিশ্বেঃ শৃন্বন্তঃ বাজিনঃ। (তৈ.স. /৭/৮/৯-১১)
ঋ. বে. ৭/৩৮/৮)
তোমায় করেছি অনুসরণ অনুগমন জীবনমাঝে।
প্রাণের দীপ্তি হয়েছে আরও তীব্র তোমারই পরশে।
জীবনের মাঝে সব প্রতিরোধি হয়েছে দূর এসেছে নিবেদন যবে।
তোমারই কৃপার অমৃত বারি এসেছে জীবনের পথচলায়।
এখন হয়েছে প্রাণের দীপ্তি তীব্রতর মহাপ্রাণের পরশ আকর্ষণে।
পার্থিব পরিবেশের এই আনন্দঘন মধুময় পরিবেশ দিয়েছ উপহার।
যা কিছু সাধন পথের প্রতিরূপ হয়েছে অসাধনের একান্ত বিরূপ ভাব।
হোক বিজয় সাধনের সহজাত জীবন মাঝে।

দেবশক্তিতে হও ভরপুর ঃ আ মা বাজস্য প্রসবঃ জগম্যাৎ আ।
দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুঃ। আ মা গান্তাম পিতরা।
মাতরা চ আ মা সোমঃ অমৃতত্বায় গম্যত বাজিত বাজিং ব্রত
বাজজিতঃ সরিষন্তো বাজং জ্যে বাজ্রং ও ভগম অশ্ব জিষ্ণত। (তৈ.স. ১/৭/৮/১৬-১৭)
অফুরন্ত শক্তির প্রবাহ এসেছে জীবনের মাঝে সদাই।
বিশ্বমাঝে রয়েছে ছড়িয়ে গতিময় জীবন কণার সুবর্ণ প্রবাহ সর্বত্র।
এসেছে জীবনমাঝে আহ্বান ঐ অনন্ত প্রাণ বিকাশের সব প্রয়াসে।
আকর্ষণের দীপ্তি এখনই হয়েছে মূর্ত সদা বিকাশের এই ক্রমপর্যায়ে।
পৃথিবীর এই সুখ-তৃপ্তির সঞ্চারে হয়েছে নিত্য ভাব বিকাশের দৃপ্ত ক্ষণ।
করছ তুমি বিরাজ মানবের মাঝে হয়ে দৃপ্ত পরিচয়ের প্রকাশে
তোমারই গতিময় এই প্রভা হয়েছে জগতে ব্যাপ্ত ক্রম অগ্রগতিতে।
এখন তোমারই চেতনের জগৎ প্রতিষ্ঠার এই ক্ষণে হয়েছে সংহত সবই।

সাধন সংগ্রামে বিজয় ঃ মিতদ্রবঃ সহস্রসা মেধসাতা সনিষ্যর
মহ যে রত্নম্ সমিধেষু জভ্রিরে।
শং নো ভবন্তু বাজিনঃ হবেষু। (তৈ.স. ১/৭/৮/১২)
বিশুদ্ধতার এই অভিযানে হয়েছে মনের প্রাণের আবেদন।
সহস্র পন্থায় সহস্রভাবে পাই তোমারই দেওয়া মহৎ আলো।
করতে নির্মূল জগতের সব অন্ধকার জীবন থেকে আলোয় হয়ে দীপ্ত।
এখন হয়েছে ক্ষণ জাগরণের নিত্য মন্ত্র দিয়ে অঞ্জলি সত্য উন্মোচন।
জগতের দৃশ্যমান সত্য সমূহ করেছি বরণ এই ক্ষণ সঞ্চারে
বাসনা-কামনাদির বিসর্জনের অন্তে করেছি বরণ তোমায় ভালবাসায়।
ঐ আলোর দেবতা এস জীবন মাঝে করতে উন্মোচন জগতের গূঢ় সত্য।
এখন হোক দৈবী পরশ নবীন আশ্রয়ের উন্মেষে পূর্ণ সত্যে করে বরণ।

জীবন মাঝে পরমের আবাহন ঃ ভগবৎ ভাব মধুময়। যিনি বুঝেছেন, জেনেছেন, করেছেন আস্বাদন। তিনি হৃদয় মাঝে রচনা করেন ভালবাসার মধু। সধক-ভক্তজীবন ভগবানকে বিশ্বাসে বরণ করে নিয়ে এই জগৎ প্রপঞ্চে ভগবানের দ্যুতি করেন বিস্তার। ভগবৎ দ্যুতি বিশ্বমাঝে ব্রহ্ম সনাতনের উপস্থিতি জাগ্রত রাখে। যে জানতে পারে; যে পারে না সে অনুভবের প্রয়াসে ডুবে গিয়েই তবে ঐ মধু আস্বাদনের হবে সক্ষম। ভাগবতী মধু জগতের জন্য অবারিত, তবে ভক্তিতেই।

ত্বম্ এব চিদানন্দ রূপং বিশ্বেশঃ
বিশ্বরূপং অরূপং সদা বিশ্বাত্মং। (স্বকৃতঃ সত্যপন্থানম মহামন্ত্রম্-২)

বিশ্বনাথ স্বয়ং মহাকাল। তিনি এই বিশ্বের চলন-পরিচালনে সদা উন্মোচনে এগিয়ে দিয়েছেন। মহাকালই কালশ্রষ্টা। মহাকালের এই কালসৃজনের মুহূর্তে ফুটে উঠেছে সৃষ্টির বীজ। তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টির সূচনা করেন তাই নয়। কালের নিয়.ন্ত্রণ এগিয়ে দিয়েছেন মহাকালির হাতেই। কালের শহরে যেমন বহু কিছু সৃষ্টির উপাদান যায় ডুবে, তেমনি আবার জেগে ওঠে অপরূপ সব নবীন সৃষ্টির পর্ব। যে নবীন সৃষ্টির হল সূচনা, কালের রথকে এগিয়ে দেবে বহু উপরে। নবীন ভাবনা, নবীন কর্মপথ, নবীন কর্ম সবই কালের স্পন্দনকে বরণ করে নব কলেবরে এখন বিশুদ্ধ ভাবনার আকর্ষণে হয়ে থাকবে সজীব আর নিত্য প্রয়াসের অধিকারী।

The postulate of elemental powers inherent in matter enjoyed a long life in the history of ideas. It eventually led to the concept of force, the central point of Newtonion mechanics. Its appeal was strong because it guaranteed that matter is alive, impossible to bind and control. It also guaranteed freedom of will, viewing people as part of living and dynamic universe. Indeed, the theory of elements does not care too much about the notion of absolute necessity. Elements are defined by their qualities, which have a less objective character, and they are less amenable to precise rules. For this reason, the idea of powers inherent in matter was usually affirmed in opposition to the materialist worldview of the atomic theory.

A crucial observation was that elements always combine through fixed proportions in the formation of the physical bodies of our experience. A physical body is distinguished from another solely because of different proportions of the fundamental elements it contains.

(Charis Anastopoulos, Particle or Wave, The Evolution of the Concept of Matter in Modern Physics, Princeton University Press, 2008, p. 18.)

চেতন শরীর হয়ে জড় মাত্রার গুঢ় অভিনিবেশকে ক্রমশঃই চেতন প্রকাশের দিকে নিয়ে যাবেন মহাকাল তাঁর কাল রথের অভিযানে। এমন দীপ্তি যারই অভ্যন্তর সদা বিকাশমান হয়েই জীবনের ভাবমাধুর্যকে তুলবেন ফুটিয়ে। বিশ্বনাথ এখন বিশ্ব মাঝে যে স্বাতন্ত্রের মর্যাদা দিয়েছেন, তারই মাঝে করুণার বার্তা দেবেন এগিয়ে।

বিশ্ববন্দং করুণাদ্রং ত্রিভুবনং কারণং পরিণামঃ পরিত্রাহি নিত্যং।
সদা বিরাজিতং অন্তর গুহায়াং পরমাত্মম্ একং সচ্চিদানন্দম্।
প্রণমামি ত্বং সদা প্রজ্ঞানং বীজম্ ব্যাপ্তম্ অভীপ্সায়াম্ পরমাত্মনং। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানম্ মহামন্ত্রম-২)

ক্রমে জীবনের এই শুভময় পথ চলায় ভগবান হয়ে উঠলেন কৃপাশীল, তিনিই জীবনকে ভগবত্তায় করে তুলবেন ভরপুর। জগতের সমগ্র সৃষ্টির রয়েছে গূঢ় রহস্য। রহস্যটি হল বিশ্বমাতাকে বিশ্বাত্মক বন্দনায় বরণ করে নিয়ে হয়েছে এখন সৃষ্টির রহস্য

উন্মোচন। যে জীবন ভগবানে নিবেদিত তারই কাছে এসে যায় নিত্য নিরঞ্জনকে বরণ করে নেওয়ার জন্যই হবে জীবন স্নাত এক অনাবিল প্রশান্তির বিকাশ। এমন করেই জীবন মাঝে দেবস্পর্শ যখন আসে তখনই হয়ে ওঠে নিত্য বিরাজমানতা। এখন ভরপুর হয়ে চলবে অনন্ত পথের বিস্তৃত বিকাশ। করুণায় ভাস্বর ভগবান স্বয়ং হয়ে রয়েছেন করুণার ডালি নিয়ে অনন্যতায় ভরপুর। এখন এগিয়ে চলবে অনাবিল আকর্ষণী। ভাগবতী করুণার প্রকাশ যতই হয়ে উঠবে ততই হবে নিত্য বিকাশের উপযুক্ত ক্ষণপ্রভা। এমনই বিকাশ পর্ব জীবনকে একান্ত পরিচয়ে আকৃষ্ট করে দেবে। তিনিই সব সময়ের জন্য জীবনের মাঝে পরিত্রাতা। জীবনের মাঝে এই পরিত্রাণ কর্মটি যেন স্বতঃসিদ্ধ। জীবনের চলার পথের ওঠা-নামার ঢেউ যখন আছড়ে পড়ে তখনই ভরপুর করতে হয় চলার পথের চর্যা। অন্তর গুহায় ঐ বিশ্বদেব বিরাজ করছেন অতি ক্ষুদ্র এক অনির্বচনীয় ভাব সন্দৃশে। এমন ক্ষণ পর্ব সদাই জীবনকে উন্মোচন করে দিতে চায় নবীন অভীপ্সায় সদাই।

কুণ্ডলিনী হতে চেতন জাগরণে ঃ

দেবতা এতঃ অমিতঃ অদ্রবঃ স্বকর্মাঃ।
জন্মোয়ন্তঃ অহিং বৃকং রক্ষাংসি।
সনোমি অস্মৎ যুয়রৎ ন অমীবাঃ। (ঋ. বে. ৭/৩৮/৭) (তৈ.স. ১/৭/৮/১৩)
দেবতা তোমারই আহ্বান দিয়েছে সূচনা।
চেতনার এই উন্মোচন পর্বে হয়েছে একে একে চলমানতায়।
ঐ উর্দ্ধপথের আকর্ষণ এসেছে জীবনের গভীর মর্মভেদে।
সৃষ্টির বিস্তার তরে এসেছে জীবনের আগ্রহ এক প্রবাহে।
তোমায় করে বরণ সাধন পথে চলেছি এগিয়ে ক্রম পরম্পরায়।
সাধন সংগ্রামের নানা পর্বে হয়েছে জাগ্রত চেতনের নিত্য দীপ্তি।
মানবের জাগতিক চেতন হয়েছে ন্যস্ত একান্ত বিকাশের এই ক্ষণে।
মানবের চেতন সীমা হয়েছে অতিক্রম দিব্য মিলল যজ্ঞে।

সাধন বিজয়ের রথ মাঝে ঃ

এস স্য বাকী ক্ষিপনিং তুরনি অতি।
গ্রীবায়াং বদ্ধৌ অপিঃ কক্ষং আসনি।
ক্রতুম দধিক্রা সন্তবীত্বৎ পথাম।
অঙ্কসি অনু অপানি ফনাৎ। (তৈ. স. ১/৭/৮/১৪) (ঋ. বে. ৪/৪০/৪)
রজ্জুর বন্ধনী পারে না করতে স্তব্ধ সাধন পথ সঞ্চার
অশ্বের গতি করেছে ধাবমান জীবন মাঝে সুপ্ত চেতন বিকাশ।
এখন এসেছে সময় হতে গতি সঞ্চারী ঐ অশ্বময় দীপ্তি জীবনে।
দৈবী গুণের প্রবাহ আনুক জীবন মাঝে চেতনার প্রত্যক্ষ প্লাবন।
জড় বন্ধনের পার্থিবের আকর্ষণ হয়ে অন্ত এসেছে দেবসূর্য জীবন মাঝে।
উদয়ের পথে হয়েছে নিত্য প্রবাহ করতে ব্যাপ্ত সব প্রকাশে।
বন্দী হয়েও গতিময় এই চেতন অশ্ব করবে বিজয় সাধন প্রয়াসে।
ভগবানে করে বরণ ঐ অনন্ত রূপের প্রকাশের এই সময় সংপ্রক্ষেপে।

দ্রুততালে চেতন উন্মোচন অভিপ্রায়ে ঃ

উত সন্মাস্য দ্রবতঃ তুরণ্যতঃ পর্নন।
বেরনু বতি প্রগার্ধিনঃ।
শোনস্য ইব ধ্রুবতু অঙ্কসম্।
দবিক্রবণঃ সহ উজা তারিদ্রত। (তৈ. স. ১/৭/৮/১৫) ((ঋ. বে. ৪/৪০/৩)
যেমন করে হয়েছে এখন সংগ্রামের এই আহ্বানে।
হয়েছে কখনও নিত্য বিবেকের জাগরণ প্রয়াসে।
এখন তোমারই দেওয়া চৈতন্যের শক্তি করবে জগৎ বিজয়।
অনুর বিকাশে হয়েছে জীবনের মাঝে একান্ত নিবিড় আবেশ।
ঐ অনন্ত ভাববিকাশ হয়েছে আলোর আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত।

যে জীবন প্রবাহ ছিল অনন্ত ভাবদীপ্ত জীবনময় ব্যাপ্ত সর্বদা
হোক তারই পূর্ণতার একান্ত আবাহনী জাগরণের ক্ষণ মাঝে।
জীবন মাঝে এখন হবে দেববিচার করতে বরণ ঐ প্রত্যক্ষ ভগবত্তায়।

জীবনশক্তির দৈবী কৃপা সমন্বিত প্রকাশে ঃ

বাজিনো বাজজীনেতা বাজং। সসৃবাংশ বাজং
জিগিবাংসো বৃহস্পতেঃ ভাগ নি মৃতদয় ইয়ং
বঃ সা সত্যা সংদা অভূত যম ইন্দ্রেন সমবর্দ্ধম্।
অজীপৎ বনষ্পতয় ইন্দ্রং বাজৎ বি মূচ্যধ্বম্। (তৈ. স. ১/৭/৮/১৮-২১)

এখন হয়েছে গতিময় জীবনের এই এগিয়ে চলার পথে।
প্রেরণার দীপ্তি আর শক্তির প্রাবল্যে পেয়েছি তোমায়
ঐ শক্তি আর জ্ঞান সম্পদ হোক জাগরণ পর্বে উন্মুক্ত।
জীবনের এই ক্ষণে তোমায় করেছি বরণ একান্ত নিবেদনে।
সত্য পথের আকর্ষণ দিয়েছে এগিয়ে জাগরণের শিক্ষা
আসুক সামর্থ সমূহ হয়ে যুক্ত জীবন মাঝে দৈবী জাগরণে।
জীবন কর্ম যাক এগিয়ে পূর্ণতার দিব্য তাগিদে সহজ নিয়োজনে।
এখন দেবতার পরশ দিয়েছে আহ্বান চেতনার পূর্ণ উন্মেষের।

বিশ্বমাঝে বিশ্বপতি ঃ বিশ্বমাঝে ভগবানকে বিশেষভাবে পেতে হলে চাইতে হয় বিশেষ করে। বিশেষ এই চাওয়ার মধ্যে বিরাজ করে জগৎ কর্মের ভাবনাদি। কর্মভাবনার মূলে রয়েছে যে বিশেষ ভাব পরিবেশ তারই নিরীখে প্রস্তুত হয় কর্ম চরিত্র। কর্ম গড়ে ওঠে এমন সব ভাবনা ও ভাব বিশেষকে অবলম্বন করেই। আবাহন করতে হয় ভগবানকে সর্বভাবে। যেমনটি হয়ে ওঠে ক্ষণ তেমনই ঐ বিশেষ ভাবমণ্ডল এসে ওঠে নিত্য বিকাশের পর্বে এমন করেই এই নিত্য ভাব ও ভাবনার বিকাশ ভগবৎ ভাবদীপ্তিতে হয়ে ভরপুর চলতে পারে দিব্য চেতনে হয়ে ভরপুর।

ওঁ বিশ্বে দেবাঃ আপ্যায়ন্তু একম
তৎ ব্রহ্ম সনাতনম অরূপং সর্বরূপম্।
বিশ্বং চরাচরম্ ভূঃ ভূবঃ স্বর্লোকম্।
যঃ স্থিতম্ গতিময়ম্ ভি কালাতীতম্। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানম মহামন্ত্রম্-১)

যখনই সৃষ্টির মাঝে ফুটে উঠেছে জীবন ও জড় পরিচয়ের মধ্যে ভেদ, বেরিয়েছে নতুন তত্ত্ব-ও ভাব বিকাশ। এই নতুন তত্ত্ব যেমন জীবনের ভাবমাত্রায় আসে তেমনি প্রভাবিত হবে। যিনি অনন্য চিন্তার ভার নিয়ে যেতে হবে এগিয়ে। যোগশাস্ত্র এই কর্মপ্রবাহ হয়ে চলেছে এক প্রববহমানতার স্রোতের সাক্ষী। কর্ম প্রবণতার মধ্য দিয়ে কর্ম চরিতকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়; আবার উন্মুক্ত রেখেই এই কর্ম বিন্যাস সম্ভব। সাধক ও ঋষিগণ সবারই বেদ চর্চা আর বেদময় জীবনের লক্ষ্য ভগবান লাভ। ভগবানকে জীবনের কেন্দ্রে বিশ্বাস-শ্রদ্ধা অবলম্বন করে গড়ে ওঠার ক্ষণ এসেছে। ভগবানকে আবাহন করে বরণ করবার এই পর্বটি গতিময় হয়ে ওঠে। এখন ক্ষণ এসে যায় জীবনের পর্বগুলির মধ্যেই দিব্যবরণের।

In particular if the system is surrounded by vaccum, it will only he able to emit energy, because the vacuum has no energy to give it back. The system's internal energy will therefore decrease. If no state of minimum energy exists this system continues to emit energy indefinite and never settles down. If we could isolate a single system with that property, we would be able to extract indefinitely large quantities of energy. We do not incounter this behaviour in nature. In fact, it would be very worrying, if we did because it would allow for the existence of sudden and uncontrollable bursts of energy with no apparent external cause. It is unlikely that anything able would ever form in the universe if this could happen. Even one single isolated system not possessing a state of minimum energy could radically affect the rest of the universe because it could be used to channel indefinitely large amounts of energy to its environment.

To guarantee the stabil/ity of matter, we must assume that all physical systems possess a state of minimum energy.

(Charis Anastopoulos, Particle or Wave, The evolution of the concept of matter in Modern Physics, Princeton University Press, 2008, p. 137.)

দিব্য বরণ প্রক্রিয়া তত্ত্বত ভগবানকেই জীবনের রঙে রাঙিয়ে দিতে এগিয়ে আসে জীবচেতন। অনন্ত-অসীম তিনি অথচ প্রেমময়-করুণাদ্রঃ জগৎ প্রকাশ। ভগবান বিমুখ করেন না। এমনই জীবনের মাঝে আসে একান্ত ভাবসঞ্চার যার মূল হল ভালবাসা। ভগবানকে ভালবেসেই ভক্তপ্রাণ যেন তাঁরই বিরাট ব্যাপ্ত প্রকাশকেই এক মানবিক ভাব পরিধিতে অবস্থিত দেখতে খুব আনন্দের পরশ। এই আনন্দের পরশ আপ্লুষ জীবনের পর্বে পর্বে ফুটে উঠবে।

যৎ স্থানম্ বাচম্ ধ্যানমূর্তম্
একম্ সচ্চিদানন্দম্ অদ্বিতিয়ম্।
তৎ এব বিরাজিতম্ হৃৎ পুণ্ডরীকম্
ভূমাঃ হি কেবলম্ তৎ প্রণমামি। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানম মহামন্ত্রম্-১)

বিশ্বমাঝে যে কোনও স্থানই ভগবৎ স্পর্শ ব্যাতীত নয়। তিনি সব স্থানেই বিরাজমান। কৈলাসের শিব সনাতনের বাসস্থান হল মহাশূন্যের উপলব্ধির বিকাশপর্ব এখন ঐ বিকাশ পর্বটি একান্ত ভাব পরিধির মধ্যেই সম্পর্ক বিন্যাস হয়ে যায়। সাধন পর্ব যে কোনও তত্ত্ববোধকে একান্তভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে উন্মক্ত পটভূমির আবহাওয়া যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমন করেই গড়ে উঠবে উপলব্ধি। এক একরকম মন-চেতন বিশেষ বিশেষ খণ্ড-দৃষ্টিকে আশ্রয় করেই জগৎ নিরীক্ষণ হয়ে উঠবে। তিনি পূর্ণ সনাতন হয়েও সব রকমের জগৎ কর্মে ও ঋষির চরিত্রগুণ সমৃদ্ধ রাজার দায়িত্ব রাজর্ষির মত পালন করিবেন। এই ধরনের দিব্য উপলব্ধি বাস্তব জীবন পথে সমস্যার জাল ছড়িয়ে যাবে। যা কিছু এখন এইভাব সরাসরি দিব্য ভাব। দিব্যভাব জীবন পথের সাযুজ্যময় করেই যখন যেমন।

অন্তর শক্তির উদ্বোধন এখন ঃ

ক্ষত্রস্য উল্বম্ অসি ক্ষত্রস্য যোনিঃ আমজায়ঃ।
এহি সুরঃ রোহাবঃ। রোহাবঃ বি সুবঃ। অহম নঃ উভয়ঃ।
সুবঃ রক্ষাসি। বাজঃ প্রসবঃ চ অপিজঃ চ।
ক্রতু! চ। সুবঃ চ। মুর্ধাঃ চ। ব্যাস্নিয়া চঃ। (তৈ. স. ১/৭/৯/১-১২)
জীবনের শক্তি হয়েছে চতুষ্কণের প্রবাহ দিব্য পরশে।
সৃষ্টির সদা প্রকাশ হয়েছে জীবনের নিত্য উন্মোচনের পর্বে।।
হয়েছে সৃষ্টির সূচনা কালের যাত্রার স্তরেই করে সমাধান।
হয়েছে সমবেত আহ্বান জীবন মাঝে স্বত। উন্মোচনের পথমাঝে।
এখন হয়েছে জীবন পথে রত এই দৃপ্ত বিকাশ অনায়াস উন্মেষে।
চেতনার এখন বিস্তৃতি রয়েছে জীবনের নবীন চেতন বিক্ষেপে।
এসেছে অফুরন্ত ক্ষণবিস্তৃতির পরশ আর আবরণ করে উন্মোচন।
যে চেয়েছে আলয়ে হোক তার অনিত্য বিকাশ ক্ষেত্র।

দৈবী শক্তির জগৎ বিকাশের এই পর্বে ঃ

অন্তঃ যানঃ চ। অন্তঃ চ ভূবনঃ চ। ভূবনায়ঃ চ।
অধিপতিঃ চ। আয়ুঃ যজ্ঞেন কল্পতম প্রাণঃ।
যজ্ঞেন কল্পতাম্। অপানঃ যজ্ঞেন কল্পতাম্। ব্যানঃ যজ্ঞেন কল্পতাম।
চক্ষুঃ যজ্ঞেন কল্পতাম। শ্রোতেন যজ্ঞেন কল্পতাম্। (তৈ. স. ১/৭/৯/১৩-২৩)
কালের স্রোতে হয়ে চলেছে রূপান্তরের নিত্য প্রবাহ।
যেমন করেছে জীবন কর্মমার্গে নিয়োজন নিজ জীবন তেমনি হয়েছে অবস্থান।
এই দৃপ্ত প্রবাহ পৃথিবীর পটভূমিতে এনেছে জীবনের আহ্বানের সম্ভাবনা।
ভূবনপতি তোমায় দেখেছি ভূবনমাঝে তোমারই কৃপার আবহে
দিয়েছ তোমার স্পর্শ এই বায়ুর সঞ্চালন নিয়ে জীবন মাঝে।
ভগবানের মূর্ত আহ্বান এসেছে জীবনে করতে বরণ নিত্য ভাবপ্রবাহ।
প্রাণের প্রবাহ যাক্ ছড়িয়ে জীবনে জীবনে হয়ে স্নাত ভাগবতী ভাব স্পন্দনে।
দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ-প্রাণ-অপান-সমান-ব্যান এখন হবে ভরপুর দিব্য ভাবে।

ভগবানে আত্ম নিবেদনের যজ্ঞ ভূমিতে দিব্য প্রাণ-মন ঃ মনঃ যজ্ঞেন কল্পতম্। বাক্ যজ্ঞেন কল্পতম্
আত্মাঃ যজ্ঞেন কল্পতম্। যজ্ঞ যজ্ঞেন কল্পতম্।
সুবঃ দেবাং অগন্মা অমৃতা।
অভূম প্রজাপতেঃ প্রজাঃ অভূম্। (তৈ. স. ১/৭/৯/২৪-২৮)
মনের গভীরে হয়েছে যে যজ্ঞের ভিত্তি প্রস্তুত
হয়েছে সে যজ্ঞ দীপ্তিময় জীবন মাঝে অন্তরের অন্বয়ে।
আত্মার এই উন্মোচনের ক্ষণ হয়েছে গভীর জীবন যজ্ঞে
ভগবৎ অন্বেষণে ভগবানের পথে চলেছে এগিয়ে যে প্রাণ যজ্ঞ তারই।
যেমন করে চেয়েছে ভগবানে যে সাধন প্রাণ হয়েছে তারই উপলব্ধি
অভীপ্সার আহ্বানের পথে এসেছে নিবেদনের এই ক্ষণ প্রাচুর্য।
এসেছে হৃদয় তন্ত্রীর নিবেদন পথে আলোর আহ্বান সদাই
জগৎ মাঝে দিব্য আলোক বরণের এই পথ হয়েছে জাগ্রত শাশ্বত পর্বে।

শিব মিলন পরমানন্দে ঃ সং অহং প্রজয়া সং ময়া প্রজয়া সং অহং
রায়স্পোষেণ সং ময়া রায়স্পোষেণ। অন্বয় ত্বা
অন্বাদয় ত্বা। বাজায় ত্বা। বাজজিত্যায়ৈ ত্বা
অমৃতম অসি। পুষ্টিঃ অসি। প্রজনম অসি। (তৈ. স. ১/৭/৯/২৯-৩৫)
এসেছে আহ্বান ঐ আদিদেব হতে দৈবী চেতনের উন্মেষে।
যেমন করে হয়েছে আহ্বান তেমনে এসেছে সমর্থনের কৃপা শক্তি।
দৈবী চেতনের কৃপা এসেছে জীবন ময় হয়ে ব্যাপ্ত চেতনে।
প্রাণের আকর্ষণ হয়েছে নবীন রূপের আশ্রয়দিব্য চেতনে।
এখন সাধন প্রাণ চলেছে এগিয়ে নিত্য চেতন উন্মোচন পর্বে
পরমেশ্বর দিয়েছেন উদার দানে অমৃতের আশ্রয় করে উন্মোচন।
শুধুই পরম ভাবের পরম আকর্ষণের মধ্যে ডুবে নয়
জগৎ মাঝে প্রাণের আবেদন করে সংহত হোক তার উন্মোচন।

শরণাগতের পূর্ণ উপলব্ধি ঃ যখনই হয়েছে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে তারই পথ রচনা জীবনের নিত্য পরিচালনের। এখন জীবন পথটি হয়ে উঠবে ভাগবতী ভাব সমন্বিত। এই ভাগবতী ভাবই সূচনা করে নেবে নতুন করেই ভগবানকে জীবন মাঝে বরণ করে নেবার প্রয়াস আর এগিয়ে দেবে সহযোগ। প্রাণশক্তি যদি উন্মোচিত হয়ে যায় তবে তারই মধ্যে ফুটে ওঠে নিত্য জীবনের দৃপ্ত ভাবনার প্রবাহ। সদাই এই প্রাণের শক্তিই জীবনের জন্য পথ উন্মোচনকারী। প্রাণের শক্তিই মনের মাঝে এনে দেয় দৃপ্ত ভাগবতী চেতনা।

প্রাণং হৃদয়ং যৎ করোমি মানস প্রতিম্
জগৎ ব্যাপিনে কার্য কারণম।
যৎ শৃণুয়ামি যৎ পশ্যামি
যৎ বাক্যম বদিষ্যামি এতৎ সর্বং। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানম মহামন্ত্রম্-৩)

প্রাণের শক্তি যতই হয়ে উঠবে দৃপ্ত গম্ভীর জীবনের বিস্তারপর্ব হবে রচনা ভগবানের অভিমুখে। এই বিস্তার পর্ব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে জীবনের নিত্য প্রবাহ উজ্জীবন করে দেবে। নিত্য চেতনের দৃপ্ত বিকাশ সদাই হয়ে উঠবে বিকাশী। যেমন হবে এই প্রবাহ তেমনি তার একান্ত বিকাশের অনন্য সংযোজন। এই একান্ত বিকাশ পর্ব সদাই প্রবাহ এনে দেয় নিত্য পথের প্রবাহকে দৃপ্ত বিকশিত করার পর্বে। এই দৃপ্ত বিকাশ জীবের জীবন মাঝে রয়েছে যে উন্মোচনকারী শক্তি তারই একান্ত উন্মোচনকারী।

Einstein's thoughts on the meaning of quanta gradually matured. He concluded that energy is emitted in quanta because the quanta are themselves physical things : Particles. It would then he reasonable to

assume that electromagnetic waves consist of such particles : 'When a light ray is spreading from a point, the energy is not distributed contributed continuously over ever - increasing spaces, but consists of a finite number of energy quanta that are localized in points in space, move without dividing, and can be absorbed or generated only as a whole.' Einstein was content to designate his postulated particles as light quanta, but the name that eventually stuck on them photons, carriers of light. Einstein emphasized that photons were different from the light-corpulses of Newton's theory. They were somehow interwined with the electromagnetic waves : They carried energy proportional to the waves frequency-something completely unjustifiable for ordinary particles.

One might have accepted planck's quanta, or energy as a hypothesis, but quanta of light : But Einstein's reason for introducing them was very contrete.

(Charis Anastopoulos, Particle or Wave, The Evolution of the concept of Matter in Modern Physics, Princeton University Press, 2008, p. 151.)

যে নিয়েছে শরণ ভগবানের, কোনও না কোন সময়ে তার হাত ধরে নেবেন প্রভু। অনন্ত তিনি যেমন সদা বিরাজমান, সর্বত্র তেমনি আবার নানাভাবে তাঁরই প্রকাশ ও অভিব্যক্তি জীবনের জাগরণ ঘটিয়ে দিতে আগ্রহী। ভগবান সদাই প্রসন্ন সমমাত্রায় সবার প্রতি। এই প্রসন্নতার মৌল কারণ হ'ল জীবনের অভিব্যক্তি যে সব ক্ষেত্রে প্রকট সেখানে হতে হয় ব্যাপৃত। জগতের বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপৃত হয়েই জীবনের মাঝে ফুটে উঠবে জীবনানন্দ হবে প্রসারমান। জীবনানন্দ তখনই ভাগবতী আনন্দ হবে তবেই সূচনা হবে দিব্যপথের।

নিত্যং চরাচরম যৎ চিন্তয়ন্
জগৎ ব্যাপৃতম কৃপায়াং তৎ ইদং সর্বং।
এতৎ তৎ প্রণমামি মানস প্রাণকায়
সদা আত্মনি সমর্পয়ামি তৎ অক্ষরম্। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানম মহামন্ত্রম্-৩)

ভগবান সর্বব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান। তিনিই জগৎশ্রষ্ঠাও পালনকারী। তিনি পারেন সবই দিতে। সব কিছুরই মধ্যেই হয়ে ওঠে নিত্য বিকাশ আর নিত্য জীবনের জন্য উদ্যোগকারী। যিনি চাইবেন ভগবানের পথে যেতে না চাইতেই তার প্রকৃতভাবে যেটি প্রয়োজন সেটির ব্যবস্থা হয়ে যাবে, অতিরিক্ত বাসনার বস্তু নয়। এমন করেই বাসনার লালন না করে যিনি ভগবানকেই ভাববেন, বরণ করবেন তারই হয়ে উঠবে সমন্বিত জীবন। জীবনের যা কিছু অবলম্বন তার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বেরিয়ে পড়তে হয় উন্মুক্ত আকাশের পথে। এই উন্মুক্ত আকাশ তারই জীবনের মধ্যে অনুভবে প্রত্যয়ে ফুটে উঠবে। অনুভবে-প্রত্যয়ে ভগবান যখন আসেন হয়ে ওঠে প্রত্যাহার পর্ব। একই সঙ্গে মনকে স্থির করে যিনি পারবেন ভগবানে সমর্পণ করতে অনুভব গাঢ় হয়ে উঠবে, হবে ঈশ্বর লাভের অবস্থা।

অন্তর্যজ্ঞে বিশ্বকল্যাণ ও জাগরণ ব্রত পর্বে ঃ

বাজস্য ইমং প্রসবঃ সুষুবে অগ্রে সোমং রাজানাম।
ঔষধীষু অপ্সু। তা অস্মভ্যং মধুমতীঃ ভবন্তু বয়ম রাষ্ট্রে।
জাগ্রিয়াম্ পুরোসহিতা। বাজস্য ইদং প্রসব আ বভুবঃ।
ইম চ বিশ্বা ভুবনানি সর্বতঃ। সঃ বিরাজং পর্যেতি প্রজানন্ প্রজাঃ।
পুষ্টিং বর্ধয়মানো অস্মৈ। (তৈ. স. ১/৭/১০/১-২)

আদি সময়ের বিকাশ পর্ব এসেছিল জীবনে করতে জাগ্রত জগৎময় সব।
দেবরাজের দেব প্রশাসনের উপায় হয়েছে প্রজ্ঞাস্নাত জীবন মাঝে।
জাগরণ প্রবাহ এসেছে জীবন মাঝে করে আহ্বান ব্যাপ্তি ও বিকাশের ক্ষণে।
প্রকৃতির বুকে দিয়েছেন সবুজ শোভাময় ফুলে ফলে ভরিয়ে জীবনের তৃপ্তির পথে।
জীবনের গড়ে ওঠা আর ব্যাপ্তি হয়েছে বিস্তৃত যেমনে হয় জলের বিস্তার বন্যায়।
দেবতার এই জগৎ বিজয়ের ক্ষণ হয়েছে উন্মোচন এখন বিকাশ পর্বে।
ভুবন মাঝে দিয়েছেন বিশ্বমাতা অফরন্ত প্রাণের সম্পদ আর সংযোগ।
আদি প্রকাশের দিব্য বার্তা হয়েছে সঞ্চার এখন দৃপ্ত বিশ্বাসের উন্মেষে।

পূর্ণ উপলব্ধির ক্ষণে ঃ বাজস্য ইমম্ প্রসবঃ শিশ্রিয়ে দিবঃ।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনানি সম্রাট।
আদিৎ সন্তৎ দাপয়তু প্রজানন্।
রয়িং চ নঃ সর্ববীরাং নি যচ্ছতু। (তৈ. স. ১/৭/১০/৩)
পার্থিব এই পরিচজয়ের মাঝে হয়েছে নবীন আবির্ভাব।
দেব পরিচয় দিয়েছ উপহার এই ভুবন মাঝের প্রাচুর্যে।
যখনই হয়েছে সময় নবীন পরম্পরার যখন এসেছে আহ্বান
ধরিত্রীর বুকে হয়েছে তখন দৈবী আবাহন নিয়ে এই বার্তা।
জ্ঞান আহরণ আর জ্ঞান সঞ্চয় দিয়েছে এই সুযোগ জাগরণে।
এসেছে তোমারই এই দেববার্তা রাজ জাগরণের এই পর্ব মাঝে।
এখন হয়েছে ক্ষণ অগ্নির জাগরণ পর্বে হয়েছে গভীর অনুভব।
হয়েছে সঞ্চার তোমারই বিশ্বব্যাপ্ত চেতনের বিস্তার আর প্রকাশের প্রজ্ঞাচেতন।

অগ্নি মন্ত্রে অগ্নি সাক্ষাতে ঃ অগ্নে অচ্ছা বদঃইহ নঃ প্রতি নঃ সুমনা ভব।
প্র নঃ যচ্ছা ভুবষ্পতে ধনদা অসি নঃ তম্।
প্র নঃ যচ্ছতু অর্যমা প্রঃ ভগঃ প্রঃ বৃহষ্পতি।
প্র দেবা প্রোত সুনৃতা প্রঃ বাগ্দেবী দদাতুঃ নঃ। (তৈ. স. ১/৭/১০/৪-৫)
অগ্নি দেবতার নিয়েছি শরণ সাধন প্রভায়।
হয়েছি যজ্ঞ অগ্নিস্নাত জীবনের পর্বে পর্বে এগিয়ে।
হোক এখন যোগসূত্র দৃঢ় এ জীবনের কর্মপথে।
অগ্নির এ সাধন ব্রতে হয়েছে ধারণ মনের প্রত্যয়।
মনের মাঝে অনুভবের দীপ্তি এনেছে দেব সম্পদের আবেশ।
এখন দৈবী চেতনের মনে হবে প্রত্যক্ষ যোগ জাগরণ তরে।
দেবতার প্রসাদ এসেছে এখন ভগ-অর্যমা-বৃহষ্পতির রূপে
এসেছে কৃপার পবশ দেবী সরস্বতীর ভাগবতী বাকের প্রকাশে।

হয়েছে দৈবী কৃপার বর্ষণ ঃ অর্যমনং বৃহষ্পতিম্ ইন্দ্রং দানায় চ উদয়।
বাচং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনাম।
সোমং রাজানং বরুণং অগ্নিং অনু আরভামাহে।
আদিত্যান্ বিষ্ণুং সূর্যম্ ব্রহ্মানং চ বৃহষ্পতিম্। (তৈ. স. ১/৭/১০/৬-৭)
দেবতার এই কৃপার পরিবেশ এসেছে জীবনের জাগরণে
সব দেবশক্তির প্রবাহ সব নিবেদনের নিত্য আগ্রহে।
বিষ্ণু কৃপায় হয়েছে সকল দেবকৃপার পরিবেশে।
দেবী সরস্বতীর কৃপা পরশে হয়েছে উন্মোচিৎ।
জীবনের সব জাগ্রত চেতন প্রবাহে হবে দেব প্রতিষ্ঠা।
সরস্বতীর কৃপায় হয়েছে দীপ্ত জ্ঞান প্রকাশে।
দেবসূর্যের দীপ্তি হয়েছে অন্ধকার মুক্তির আহ্বান জীবন মাঝে।
হয়েছে সময় ব্রহ্ম সমর্পণের হয়েছে ভরপুর ব্রহ্মদীপ্তিতে।

প্রার্থনার পূর্তি ঃ মানুষ যজ্ঞ করে থাকে ভগবানের আবাহনে আবার ভগবানের কাছে নিবেদনের জন্য। ভগবানের এই বিশ্বসৃষ্টির এক বিরাট যজ্ঞ। এই সমগ্র মহাবিশ্ব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যজ্ঞভূমির পরিচয়ে। এই যজ্ঞভূমির এক একটি কণা এক একটি জীবন। প্রতিটি জীবনই আবার এক ক্ষুদ্র মাত্রার যজ্ঞভূমি হয়ে রয়েছে বিন্যস্ত। তিনিই নিত্য ভাবপ্রভায় এই যজ্ঞের দীপ্তিকে ভরিয়ে দিয়ে চলেছেন একদিকে প্রেরণার শক্তি দিয়ে; অন্যদিকে সামর্থের অবকাশে। সামর্থ সব জীবনে স্বাতন্ত্রে ভরপুর। কোথাও দৃঢ়-শক্তিময়; আবার কোথাও অবনত-ন্যুব্জ হয়ে বিরাজ করা। তারই বিশ্বরূপ এমন বিচিত্র।

বিশ্বরূপং ত্বং জগৎ পালিনং
বিশ্বমাতৃকাং জগৎ উদ্ভবঃ প্রেম আবৃতম।
এতৎ অনন্ত শক্তিং অনন্তং করুণায়াম
সর্ব আধারং বিরাজিত ত্বং বিশ্বজননীং। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানং মহামন্ত্রম্-৪)

বিশ্ব ব্যাপ্তিতে তাঁরই করুণার বিস্তার ঘটেছে সর্বত্র। সর্বদিকে সর্বকালে তাঁর করুণার পরশ এসেছে মাতৃরূপ সঞ্চারে। মায়ের রূপের মধ্যেই রয়েছে শক্তির বিশাল মাত্রার উৎস; বিপুল করুণা; বিস্তৃত সেবার পরিবেশ আর সর্বাবস্থায় মনের মাঝে এগিয়ে দেওয়ার চিরায়ত প্রয়াস মায়েরই। মাতৃকৃপায় যে সাধকের হয়েছে সময় করতে অবগাহন তারই হবে নিত্য বিকাশের এই উপযুক্ত ক্ষণ। এমন ক্ষণেই হয়ে উঠবে নিত্য বিকাশের সব একান্ত পথ যাত্রায় হতে নিত্য উন্মোচিত। নব ভাব প্রভায়।

Physical particles are characterized by a number of parameters (like rest mass and charge). These parameters enter into the theoritical description of the particle's law of motion. The theory does not determine their values : one needs information from experiments for this purpose. Strictly speaking, these parameters refer to the complete theory that includes all interactions. However, in perturbation theory we start from the idealization of free particle consequently. We place the experimentally determined values of the physical parameters into the approximate free particle description. This would not be a problem, if the free particle description were contained (as a limit) within the full theory. But this is not the case. The free particle description is mathematically incompatible with the fully interacting theory : We get all these infinites when we try to connect them. These parameters refer to fundamental properties of the particles, without which no theoritical description is possible.

All infinites can be absorbed into a redefinitions of the electron mass and of the electric charge. No matter how high an order of perturbation theory–such a definition is always possible.

(Charis Anastopoulos, Particle or Wave, The Evolution of the Concept of Matter in Modern Physics, Princeton University Press, 2008, p. 248.)

অনন্ত রূপে ভগবান ব্যাপ্ত হয়েছেন তার নিজ ভাববিকাশ আর ভাব সংবেদের এই পর্বে। এই পর্বটি সব জীবনের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে হবে ভাস্বর নিত্য বিকাশের আগ্রহে। নিত্য নিরঞ্জন সদাই হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে একান্ত ভাব বিস্তারের পথে। সময় যখন ফুটে ওঠে ঐ প্রাণের মধ্যে ফুটে ওঠে ভাগবতী আকর্ষণ জীবন বরণ পর্বে। এই জীবন বরণ প্রয়াসের রীতি হল ভগবানকে উপলব্ধির আঙিনায় ধরে নেওয়া। এমন করেই তার বিকাশ পর্ব আসবে যখন ভাগবতী কৃপার স্রোতের তীব্রতায় হয়ে উঠতে হবে নিত্য নিরঞ্জনের প্রবাহপর্বের মাঝে। যে প্রাণ-ভগবানকে বরণ করে নিয়ে যে ভাব প্রবাহ হবে প্রস্তুত তারই হবে প্রশান্ত যোগ সদা বিকাশের এই পর্ব মাঝে নিত্য বিকাশের ভাবধারার মধ্যেই সনাতনী প্রজ্ঞার বরণে।

ত্বং হি পরমাত্মানম ব্রহ্মময়ীং
দিব্য জননীং দেবতানাং মনুষ্যানাম মানবেতরম্।
প্রসীদ ত্বং বিশ্বেশ্বরী জগতানাং
জীবকূটং নিবেদয়ামি ত্বং দিব্য জননীং। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানম্ মহামন্ত্রম্-৪)

কৃপার পরশ আসতে পারে স্বতঃস্ফূর্ততায়। যে জীবন জগতের সবকিছুর মধ্যে থেকেও হতে পারে জগৎ ব্যতিরেকি। আবার জগৎ করে যে প্রাচুর্য সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে রয়েছে বোধে, অনুভবে, বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে নিতে, সে জীবন হয়ে উঠবে এই চেতনই জগৎ মাঝে বিস্তৃত করবে ভগবানে দৃপ্ত স্পর্শ-অনুভবে। মাতৃরূপে তিনি হয়ে রয়েছেন সবারই অন্তরঙ্গ। কালের পটভূমিতে যে প্রাণ পারবে ভগবানকে নিজের বিশ্বাস-রুচি-অন্বয় করে সৃষ্টি-ভগবানের আবার একটি প্রকারে ক্ষণ আসবে জগৎ মাঝে। এই ক্ষণটি অনুভবের, উপলব্ধির, নিবেদনের, সমর্পণের। এই ক্ষণটি তবেই একাত্মতার। জীবত্মা এখন পর্যন্ত জীবটির সাব চেতন মাত্রাকে বরণ করতে হবে জীবন কর্মের শক্তি ও স্বার্থকতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে। এমনই চেতন মাত্রার হবে সংযোগ যারই মধ্যে রয়েছে আগ্রহের দীপ্তি, ভালবাসার গাঢ়তা আর নিবেদনের পরিপূর্ণতা। তবেই হবে ভগবান লাভ।

দিব্যবাক্ প্রবাহ ঃ দেবসৎ ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনঃ।
বাহুভ্যাম্ পুষ্ণো হস্তাভ্যাং সরস্বত্যে বাচো
যন্তু যন্ত্রেণ অগ্নেত্বা সাম্রাজ্যেন অভি সিঞ্চামী।
ইন্দ্রস্য বৃহস্পতিঃ ত্বা সাম্রাজ্যেন অভি সিঞ্চমি। (তৈ. স. ১/৭/১০/৮-৯)

যখন হয়েছ তুমি মূর্ত এই জীবনের অন্তঃপুরে।
দিয়েছ তোমার বাক্‌শক্তির ধারা মাতা সরস্বতীর।
কৃপাপরশে জেগেছে বাকের স্ফূর্তি জীবনের চলার ছন্দে
হোক সব যন্ত্রের সীমা পেরিয়ে এসেছে এই প্রজ্ঞা সমন্বয়ে।
আহ্বান তারই জীবন সীমায় হবে যখনই হবে সময়।
এখন হবে বরণ তোমায় তোমারই কৃপার পরশে।
দেবী সরস্বতীর কৃপায় হয়ে স্নাত চলেছি এগিয়ে সাধন বিস্তারে।
অগ্নিঃ-ইন্দ্রঃ-বৃহস্পতির নিত্য জাগরণের এই আবাহন মন্ত্র পথে।

বহুবিধ বিকাশের এই দেবশক্তি ঃ

অগ্নিম একাক্ষরেন বাচম উদজয়াৎ
অশ্বিনঃ দিব্যক্ষরেণ প্রাণ অপান উদজায়তাম
বিষ্ণুঃ ত্রয়ক্ষরেণ ত্রীণ লোকান্ উদ্‌জয়াৎ সোমঃ।
চতুঃ অক্ষরেন চতুষ্পদঃ পশুন্ উদজয়েৎ। (তৈ. স. ১/৭/১১/১-৪)

অগ্নির অধিকার জীবনের সাধন জাগরণ তরে।
হয়েছে প্রাপ্ত যে বাক্ জীবন ব্রহ্ম বাকের আবেশে
অক্ষর প্রতিম ও অশ্বিনী দ্বয়ের দেবশক্তির আহ্বানে স্থিত প্রকাশ।
এসেছে এমন করেই জীবনের উন্মেষের সব ক্ষণ প্রাণের শক্তিতে।
হোক পূর্ণ উন্মোচিত প্রাণ-অপানের বায়ু সঞ্চালনের ক্ষণ প্রভাময়।
দেব শক্তির এখন হবে উন্মোচন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিষ্ণু শরণে।
নানা মাত্রায় হবে বিষ্ণু শক্তির জাগরণে জীবন কর্মপথে।
এখন হয়েছে আশ্রয় ঐ বিরাটের আহ্বান পথ বহু অবয়বের আশ্রয়ে।

পূর্ণ উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে ঃ দেবশক্তির বিকাশটি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক প্রেরণার সূত্র ধরেই হয়ে চলবে। এমন করেই হবে এই বিকাশ যার ফলে জীবনের অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠবে একান্ত বিস্তৃতির শক্তির জন্য আহ্বান। বিকাশ পর্ব ব্যক্তির ভিত্তিতে ঘটে যায়। এই বিকাশটি জীবনের নিত্য স্থিতির দৃপ্ত পর্বের মাঝে হতে পারে মূর্ত। এখন জীবনের মধ্যেই হবে ক্ষণবিকাশ আর অনু বিকাশ। ক্ষণ বিকাশের মধ্যে আসবে জীবনের সূত্র যেটি প্রতিটি ক্ষণের মাঝেই ক্রম সঞ্চারে গড়ে নেওয়া এক বিকশিত জীবনবোধ। এই জীবনবোধ শাশ্বত সনাতনী আবার তারই সম্ভার হয়ে উঠবে অন্য ক্ষণেই। এমন ক্ষণপর্বের হয় জীবনকে নতুন করে খুঁজে নেওয়া আর তারই মধ্যে হয় সনাতনী বিকাশ।

তৎ অমৃতস্য সত্য পন্থানম্ ধারয়নং
দেবং সদা দানম্ ব্রহ্মানন্দং ব্রহ্মপদম্।
এতৎ পাবকং ব্রহ্মরূপম্ সদা অন্তরং
ধারয়ামি অচিতং তৎ অরূপ রূপং। (স্বকৃত ঃ সত্যপন্থানুম্ মহামন্ত্রম্-৫)

ভগবৎ উপলব্ধির প্রবাহ চলতে থাকে জীবন পথে। যখন যেমন উপলব্ধির কণা আসে তখন হয়ে তারই সংযোজন। উপলব্ধি সর্বদাই সত্য। এমন করেই ঐ উপলব্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে যখন উপলব্ধির পর্বের ক্রম অন্বয়গুলি ওঠে ফুটে। আবার কখনও আসে সময় যখন উপলব্ধি হতে পারে দলছুট। সাধারণভাবে ভগবানের প্রথম উপলব্ধি আসবে তাঁর সৃষ্টি ও সৃষ্টির ঐশ্বর্য বিষয়ে। সৃষ্টির সমগ্রতায় তাঁর ঐশ্বর্য এতই বিস্তৃত যে জীবনের পর্বে পর্বে ঐ ঐশ্বর্যের আভাস সাধক বরণ করে নেবেন একান্ত বিকাশের পর্বে পর্বে। একাকী অনুভবের মধ্যে ডুবে যেতে হয়। অনুভবের এই পর্বের মাঝে এসে যায় বিশেষত্বের পরশ। বিশেষত্বের ক্ষণ হল একজন ব্যক্তির যে অনুভবপর সেটি সামঞ্জস্যহীন হয়ে তার প্রভা হয়ে যায় ক্ষীণ, দুর্বল। এই ক্ষীণ, দুর্বল ক্ষণ স্বতঃই হয়ে যায় একান্ত বিকাশের পূর্বে নিজ ভাববৃত্তের সীমার বাইরে ভগবানের প্রকাশকে বরণ করে নিয়ে জগৎ মাঝে বিরাজিত হওয়া। সত্যাশ্রয়ী স্বতঃই হয়ে উঠবে ভগবৎ সঙ্গে সংযুক্ত। যারই মধ্যে ঘটবে অনন্ত বিকাশ পর্বের মধ্যে হয়ে শাশ্বত সনাতনী চেতনের মধ্যে বিগলিত হয়ে যাওয়া। সাধকের এখন অনন্ত ভাবের ক্ষণ প্রভায় ব্যাপৃত হয়ে যাওয়া এই জগৎ মাঝে। সাধক এখন অনন্তের চেতন প্রকাশকে হৃদয়ের মধ্যেই যাবেন পেয়ে। হবে ভক্তহৃদয় মাঝে ভগবানের নিত্য উপস্থিতি আর বিস্তারের পর্বে একান্তভাবে বিকশিত।

—ঃঃ—

সংসাররূপ সাধন ক্ষেত্র

প্রণবেশ রায়

সংসার আমাদের আবাসস্থল। আমরা দুঃখ, দারিদ্র, আনন্দ, অসহায়তা, নতুন অভিজ্ঞতা, তাৎক্ষণিক শান্তি, শত্রুতা-এসব নিয়ে আমরা এখানে বাস করি। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন এক হাতে সংসার করতে আর অপর হাতে ভগবানকে ধরে থাকতে। ভগবানের নাম করতে করতে জাগতিক কাজকর্মে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা আমরা করতে পারি এই সংসারে থেকে। অন্যান্য স্থানের মতোই এই সংসারে থেকেও ভগবানের চিন্তা করা যায়। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষ শান্তিবারিরূপ আশ্বাস খুঁজে পায় ভগবানের স্মরণ মননে। এখানে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা দিতে হয়। কঠিন, কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয় মানুষ। এখানে ধূপ, চন্দন, ফুলের গন্ধ যেমন আছে, তেমনি আছে নিজের ভুল ভ্রান্তি নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব, রোগব্যাধি, মানসিক আঘাত, শারীরিক কষ্ট সন্তান বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমস্ত চাহিদা পূরণে অক্ষমতা এবং তার জন্য কষ্ট, আবার নিজের পরিবারের কোনো সদস্য বা অন্য কোনো সদস্য বা অন্য কারো সাফল্যে আনন্দলাভ করার সুযোগ যেমন এখানে আছে, পাশাপাশি আছে মৃত্যুর হাতছানি। এই সব মিলিয়ে সংসার। এখানে ভগবানের নাম স্মরণ করে পথ চললে বেচালে পা পড়ে না।

সংসারে থেকেও ভগবানকে ডাকা খুব সহজ। সংসার যেন একটা দুর্গ। এখানে আমাদের একটা বাড়ি আছে। আমরা বাড়িতে বাস করি। আমাদের বাড়ি সবসময় বৃষ্টি, ঝড়, সূর্যের তাপ থেকে আমাদের রক্ষা করে। সংসারে আমাদের খাদ্যের জোগান আছে। আমরা প্রয়োজন মতো খাদ্য পাই। পরিশ্রমের বিনিময়ে সৎভাবে অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ পাই, নিত্যদিন কাজের ফাঁকে অবসর পাই, যখন আমরা ভগবানের নাম গান করতে পারি। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময় কেন, আমরা সবসময় ভগবানকে ডাকতে পারি। এই জগৎ সংসার তাঁর। আমরা দুদিনের অতিথি। আমাদের অবস্থা অনেকটা বড়ো লোক বাড়ির ঝি র মতো। এখানে কাজ কর্ম করছি বটে, কিন্তু মন পড়ে থাকে দেশের বাড়িতে, যেখানে আমাদের নিকট আত্মীয় পরিজন আছে। কাজ শেষ হলেই আমরা এই পৃথিবী থেকে চলে যাবো পরপারে। এই মানসিকতা নিয়ে আমরা সংসারে থাকি। তাই স্বল্প সময়কাল পৃথিবীতে বাস করার যে সুযোগ ভগবান আমাদের করে দিয়েছেন এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কেবলমাত্র ভগবানের বিগ্রহ নয়, নারায়ণরূপী ভগবান কে প্রতি মুহূর্তে দেখার সুযোগ আমরা পাই এই সংসারে। তাদের সেবা করার সুযোগ আমরা পাই। ভগবান আমাদের এখানে দেন ক্ষুধা নিবারণের ফল, শ্বাস গ্রহণের জন্য বায়ু, রোদের তাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য গাছের শীতল ছায়া। গাভীমাতা আমাদের দুধ দেন। ওই দুধ পান করে আমরা শক্তিলাভ করি। জলাশয়ের শীতল জল পান আমরা পান করি, কল কারখনায় উৎপাদিত বস্ত্র আমরা পরিধান করি—এ সবই ভগবানের দান। আবার কঠোর চেষ্টার পর আমরা যে সাফল্য অর্জন করি তাও ভগবানের দান। আবার আমরা শত চেষ্টা করার পরেও যখন সফল হতে না পারি তখন বুঝতে হবে যে তিনি আমাদের চেষ্টা করার সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা মনোযোগের অভাবে ওই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান যে আমাদের চেষ্টা করার সুযোগ দিলেন সেই কারণে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

তাই এই সংসারে থেকে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা দিতে দিতে ভগবানকে স্মরণ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। ভগবানই বস্তু আর সব অবস্তু—এই বোধ আমাদের সংসার সম্পর্কে সচেতনতা এনে দেয়। ফলে সংসারের প্রতি আমাদের আসক্তি কমে যায়, দায় দায়িত্ব পালনে আমাদের আগ্রহ বাড়ে। যে কোনো কাজই ভগবানের কাজ এই চেতনা নিয়ে কাজ করলে মনে কোনো আসক্তি জন্মায় না। সব কাজ শেষ করে ভগবানের কাছে কর জোড়ে প্রার্থনা নিবেদন কালে সংসারী জীব লাভ করে অপার শান্তি। নিজের ভুলভ্রান্তি, দোষ ত্রুটি সে ভগবানের কাছে বলার একটা সুযোগ পায়। সে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে যেন ভবিষ্যতে কখনও সে অন্যায় করার চেষ্টা না করে, সে যেন ভালো হয়, সে যেন জগৎ সংসারের কল্যাণ চিন্তা করে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষ ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় খোঁজে। তার প্রতি অন্যায় অবিচারের নালিশ সে ভগবানের কাছে জানায়। এই সংসারে ভগবানই তার রক্ষাকর্তা, তার একমাত্র অভিভাবক সংসারে সে যেন কষ্ট না পায় অথবা ভগবান যেন তাকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন—এই প্রার্থনা সে করে না, সে প্রার্থনা করে এই সংসারে কষ্ট সহ্য করার শক্তি যেন সে পায়। এই সংসারে সবার সেবা করার সুযোগ যে সে পাচ্ছে সেজন্য সে ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়।" তুমি প্রভু আমি দাস"—এই ধ্যান ধারণা তাকে আশ্বস্ত করে। এই দুদিনের সংসারে সে শান্তি পায়, মনঃসংযোগ করে কর্তব্যকর্মে, ক্রমশঃ ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম নিবেদনে ব্রতী হয়ে ওঠে।

—ঃঃ—

প্রণাম করি

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

হে পরমাত্মা হে আরাধ্য দেবতা
আপনাকে করজোড়ে নতমস্তকে প্রণাম করি
আপনার সম্মুখে প্রণিপাত হই আষ্টাঙ্গে প্রণাম করি
অনুনয় করি আপনার প্রসন্নতা মিনতি করি
আপনার দয়া আপনার অনুগ্রহ
যেমন একজন পিতা তাঁর পুত্রকে সহ্য করেন
একজন বন্ধু তার বন্ধুর দোষগুণ ক্ষমা করে দেন
প্রিয় প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করে
একে অপরকে গ্রহণ করেন
আমাকেও একইভাবে আমার ভুল ত্রুটি মাপ করে দিন
আমায় মার্জনা করে দিন
আমায় গ্রহণ করো প্রভু।

—ঃঃ—

ভাগবতী রূপ মাধুর্যে

সায়ক ঘোষাল

শ্রীহরি বন্দনা ঃ ভগবৎ ভাবে পূর্ণ মনই হয়ে ওঠে কর্মযোগী। একজন ভগবৎ ভাবযুক্ত কর্মী জগতের মাঝে ভাববিস্তার করে। পরম সৎ-চিৎ-আনন্দময় তিনি ভক্ত হৃদয় ধরা দেন এই জগৎ মাঝে। জীবনটা ভালো মন্দ সুখ দুঃখ জয় পরাজয় সব মিলিয়ে শুরু থেকে শেষ হয়। কিন্তু এ-জীবন ছিল এক সুযোগ ভগবানকে যাওয়ার সুযোগ। ভগবানকে বা বেদকে পুরোপুরি জানা বা সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু যে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা বিশ্বাস রেখেছে জগতের কোনো শক্তি তাকে তার বিশ্বাস থেকে টলাতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজে প্রলোভিত হচ্ছে। সতি ভগবানের পথটি 'ক্ষুরস্য ধারো'' কিন্তু ততোক্ষণ যতক্ষণ মন ভক্তের নিয়ন্ত্রণের নেই। আমাদের বুঝতে হবে কৃপা, হ্যাঁ ভগবান সবসময় কৃপা করেই চলেছেন এই কৃপা ভক্তকে এগিয়ে নিয়ে চলে এই সত্যের পথে। কিন্তু যদি ভক্ত নিজের অন্তর ভেদ করতে না পারে তাহলে ভক্ত কোনো দিন ভগবত কৃপা লাভ করতে সক্ষম হবে না। ভক্তের কাছে ভগবৎ কৃপা আসে কিন্তু ভক্ত তা গ্রহণে উপযুক্ত হয় না বা বুঝতে না পারার কারণে বা জাগতিক শ্রেয় বস্তুতে মত্ত থাকার কারণে বা জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, Tention, Depresion, anxity এসবের কারণে বা ভয়, হিংসা, ক্রোধ এই সব কিছুর কারণে ভক্ত ভগবানের মধ্যে দূরত্ব থেকেই যায়। তিনি তো নরম মাতৃকা তাঁর তো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমান মাতৃত্ববোধ তিনি তো নিজের ভক্ত প্রহ্লাদ কে বাচাতে স্বয়ং নরসিংহ অবতার ধারণ করেছিলেন। প্রহ্লাদের তো জীবনে কতোই বেদনা বাধা ছিল। কিন্তু সে সবকিছু কে উপেক্ষা করে শ্রীহরির বন্দনা ভক্তিতে মত্ত ছিলেন। এতোটাই মত্ত ছিলেন যে তার সাথে কি কি হচ্ছে সে জানেই না। স্বয়ং দেবতারা তাকে পদে পদে রক্ষা করেছেন এতোটাই মহান ছিল সেই ছোটো ভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি আর এতটাই মহান শ্রী সচ্চিদানন্দ ভগবানের কৃপা। মাতৃরূপে তিনি প্রহ্লাদকে কাছে টেনে নিয়ে তিনি সন্তান বাৎসল্য প্রীতি অর্পণ করলেন। ভগবান সব সময়ই নিজের ভক্তকে রক্ষা, প্রতিতথা কৃপা করেই চলেছেন সৃষ্টির শুরু থেকেই। সব কিছুকে উপেক্ষা করে শুধু ভগবানকে জীবনে আহ্বান করে নিতে হবে ভক্তকে। ভগবানের দেওয়া নির্ধারিত কাজ আমাদের সম্পন্ন করতে হবেই। তা সম্ভব ভগবৎ কৃপাকেই। এটা সত্যি যে ভগবানকে কখনো না কখনো বা এখনো ভালোবেসেছে শ্রদ্ধা বিশ্বাস করে নিজের অন্তরে অগ্নিঃ আহ্বানে জগৎ জ্যোতি জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে সে কোনোদিনই তার ভগবৎ কর্ম বা God Assigned Work কে উপেক্ষা করতে পারবেনা আর উপেক্ষা করলেও সে আবার ফিরে ফিরে আসবেই কারণ সে যে তার সবটাই ভগবৎ নিবেদন করে দিয়েছে। তাই জগতে মনই সব মনের বিশ্বাস ভালোবাসায় শ্রদ্ধাতেই জগত জয় হয়। মনের প্রেরণাই সর্বসাধন। মনে প্রেরণা জাগিয়ে জেতে হয় ভগবৎ ভাবেই মহাসাগর পার হয়। সব কিছুকে উপেক্ষা করে মন এখন হবে ভগবৎ নিবেদিত। মন এখন নিজে হয়ে উঠবে ভক্তি শক্তির কেন্দ্র। ক্রমে এখন নবীন বিকাশ ধারায় মন আরো নতুন করে জানবে ভগবৎ ভাবকে। প্রত্যেক দিনের নিত্য ভাবধারায় মন বুঝতে পারবে ভগবৎ বিচিত্রতা। এখন ভক্তি প্রজ্ঞায় পূর্ণ মন নবীন বিকাশের আহ্বানের মত্ত হবে। এই নবীন বিকাশের পর্বে ভক্ত জানাতে ভগবৎ মহত্ব নিত্য নবীন রূপে। ভগবৎ রূপ নিত্যই ভক্তের কাছে আরো নবীন ভাবে ধরা দেবে। এখন হবে সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপের প্রকাশ জীবন মাঝে। এই ভগবৎ রূপের মাধুর্যে মন হয় উত্তলিত বিগলিত ভক্তিতে ভরপুর। এই মনই এখন জগৎ কর্মে জয়ী হয়ে ভগবৎভাব জগৎ মাঝে স্থাপন করবে।

ভাগবতী ভালবাসা ঃ ভগবৎভাবে সম্মিলিত জীবনটি জগতের মধ্যে একজন সত্যে ভরপুর জীবন হয়ে ওঠে, ভগবানকে বেস্টন করে থাকা জীবন জগতের কর্মে এগিয়ে যায়। তবে ভগবানের ভক্ত বলে জীবন যে সুদৃঢ়, মনগড়া, সুষম হবে তার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু ভগবানের যে ভক্তি ভালোবাসা ভক্তের মনে রয়েছে সেটি ভক্তকে তার ভগবান থেকে দূরে করতে পারে না। চাই বিশ্বাস, ভালোবাসা, চাই এমন বিশ্বাস যে এ জীবন তারই দান তিনি সেরকম চাইবেন এ জীবনের সাথে সেরকম করবেন চাই এমন ভালেবাসা। বিশ্বাস হবে বা-ইসের মতো দৃঢ়। জীবন মাঝে যখন বিশ্বাস জমতে সুরু করে ভগবানের প্রতি তখন আসে ভক্তি, ভালোবাসা, যে জীবন ছিল শূন্যতায় ভরপুর এখন তা হবে পূর্ণ পরম ব্রহ্মের আহ্বানে। ভগবানের প্রতি ভালোবাসাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে। জীবন যখন ভগবৎ আহবৎ আকর্ষণে ভরপুর হয়ে ওঠে তখন জীবনের চক্ষু ভগবৎ চক্ষু হয়ে যায়। মন যা ভাবে ভগবৎ মনে ভাবে, মন যা দেখে ভগবৎ চক্ষু দিয়ে দেখে। তাই জীবনের প্রতিটি কালমাত্রায় মন বাঁচে ভগবৎ আনন্দে। জীবন মাঝে আনতে হয় Consecreation, determination and Devine invocation. এটি নিত্যই নবীন রূপে পালন করে যেতে হবে ভগবৎ ভাবে ডুবে থাকতে হলে, ভগবানকে জীবন মাঝে আহ্বান করতে হলে। নিত্যই নবীন রূপে ভগবানকে জীবনমাঝে আহ্বান করে যেতে হবে। ভক্তের এই প্রেরণাই তার জীবনে ভগবৎ ভাব তৈরি করে দেবে। জীবন মাঝে কর্ম শক্তি বা কর্মে দ্যোতনা মূলত জীবন মাঝে জাগতিক বিশাল রূপে পরিচিত। কিন্তু যে জীবন জাগতিক কর্মকে ভাগবতী ভাবনায় ডুবে থেকে করবে সেই কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম হয়ে যাবে এবং সেই কর্ম আরো ভালোভাবে বিকশিত হয়। ভগবৎ ভাবনাতেই আসে গভীর কর্ম জীবন। কর্মই ভাগবৎ অভিমুখী এক পথ। কর্মকেই রথ করে আর ভাগবৎ ভাবনাকে সারথী করে জীবন হয়ে যায় এক প্রস্ফুটিত শতদল পদ্ম। ভগবানের সাধনায় মগ্ন হয়েই জীবনে সত্যের উন্মোচন ঘটে। পরম ভগবৎ সাধন ক্রীয়ায় মগ্ন জীবন হয়ে ওঠে আনন্দে ভরপুর। এই পরমানন্দ মগ্ন জীবন নিত্য বিকাশ পথে চলতে থাকে। এই জীবন লাভ করে দেবত্ব। এখন নেমে আসবে কৃপা দেবতার। যে জীবন এতদিন থেকে বেড়াজালে, ভগবৎ নিনাদে তা হবে ছিন্ন, অবতরণ করবে ভগবৎ কৃপা অন্তঃ মাঝে। ভক্ত এখন মগ্ন তার প্রিয় প্রভুর সেবায় মগ্ন অন্তর মাঝে। শরণ মনন ভরপুর এ মন এখন জগৎ কর্মকেও দিব্যকর্মে পরিবর্তিত করেছে। নিত্যই জীবন তার ভগবানের চরণে করছে নিবেদন। কখনো কখনো হারিয়ে গেছে মন কিন্তু তার ভগবানের হাত কোনোদিন ছাড়েনি। খুঁটিতে বাঁধা মন খুঁটিতেই বেঁধে রয়েছে যতই দূরে চলে যাক। মন চেয়েছে ভাগবতী হতে এ জীবন ধারণের উদ্দেশ্য তাই তার জন্য মন চায় ভগবানের অনুভব, পাশে থাকা। মন চায় সেই চরম পর্যায় পৌঁছতে যেখানে ভগবান ভক্ত মিশে যায়। মন করতে চায় সম্পূর্ণ ভগবৎ চরণে। তোমার আহ্বানে এ জীবন উৎফুল্ল আনন্দিত। আসুক দেবচেতনের সংযোগ জীবন মার্গে। জীবনে চলার প্রবাহে দেবচেতনের সঙ্গে হয়েছে যুক্ত এ জীবন বারে বারে। চাই সেই নিত্য নিরন্তর সংযোগ জীবন মাঝে। হে প্রভু হে ভগবান তোমার কৃপার পরশ দাও এ জীবন মাঝে, কর্মের মাঝে। এগিয়ে চলুক এ জীবনের তোমায় নিত্য নবীন রূপে বরণ করার পথে।

মাতৃরূপা ঃ ভগবানকে অন্তরে আহ্বান করে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে জীবন মাঝে। জীবনে আসবে নানা ধরনের পর্ব কিন্তু জীবনের প্রত্যেক পর্বকেই ভগবানকে স্মরণ করে এগিয়ে যেতে হবে ভক্ত মনকে তবেই হবে জীবনমাঝে ব্রহ্মলাভ। ভগবানকে স্মরণের মাধ্যমে মন ও প্রাণ মধ্য দিয়ে ভক্ত খুঁজে পাবে সত্যের অনুভূতি। যে সত্য স্বয়ং ভগবানের পরিচয় যে সত্য স্বয়ং ভগবান। তাই জগৎ কর্মকে ভগবানের শরণ ও মননের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি প্রকৃত ভগবৎ কর্মী হয়ে উঠবেন। একজন ভক্ত যখন ভগবৎ পথে এগিয়ে যায় তখন আসে নানা বাধা জীবন মাঝে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এগুলি পেরিয়ে এগিয়ে যাবে সেই হবে ভগবৎ অভিলাষী এবং তার ভগবৎ জ্ঞান লাভ হবেই। জীবনের শুধু একটাই উদ্দেশ্য ভগবৎ জ্ঞান লাভ এবং ভগবৎ কর্মে উত্তীর্ণ হওয়া। ভগবানের সম্পর্কে আমি কি লিখবো তা জানি না আমি একজন ভগবানেরই ছোটো একজন ভক্ত মাতৃরূপে ভক্তি করে করি আমার ভগবানকে। তবে এটুকু জানি এইটুকু অনুভূতি হয় যা হয়ে থাক অর্জুন শ্রীভগবান-এর হাত ছাড়েননি গাণ্ডিব হাত থেকে পড়ে গেলেও সে জানে একজন পরম ব্যক্তি আছেন যিনি সব ঠিক করে দেবেন, যে ব্যক্তি অর্জুনের সাথে থাকতে অর্জুনকে কখনো হারতে দেবেন না ঠিক একই ভাবে যদি কোনো ভক্ত ভগবানের প্রতি এমন বিশ্বাস রাখে ভগবান তাকে কখনোই পথভ্রষ্ট হতে দেন না। যে ভক্ত ধৈর্যশীলভাবে ভগবৎ অভিলাষী হয়ে ভগবানকে ডাকে তার ওপর স্বয়ং ভগবৎ কৃপা বারে বারে নেমে আসে। আর সে ডুবে যাবে ভবসাগরে নিজের চেতন স্বত্তাকে জুটিয়ে এনে। ভগবৎ ভাবে মনে রেখেই জীবন যাপন হয় একজন ভক্তের। সংকল্প, ধৈর্যশীল, মনোভাব, সংযমের মাধ্যমে ভগবানে অভিলীষি মন সদা সর্বদা সাফল্য মণ্ডিতভাবে জীবনের বিকাশ করে চলে। এই জীবনের বিকাশ সহজ নয় যেমন সেরকম বিশ্বাসও রাখতে হবে বটবৃক্ষের মতো। যতই ঝড় আসুক জীবন বটবৃক্ষের মতো টিকে থাকতে হয় আমরা

অমৃতের সন্তান। ভগবানের পথে চলতে গেলে ভগবানে কখনো পরীক্ষা নেন না। পরীক্ষা নেয় জীবন এবং পরীক্ষা নেয় জীবনের অক্ষর উপাদান সমূহ। জীবন পরীক্ষা নেবে যোগ্য হওয়ার জন্য কিন্তু এখানে ঐ একটি জিনিস কাজ করবে শুধু এখানে নয় জীবনে প্রতিটা পর্বে পর্বে ঐ একটি মনোভাব কাজ করবে বিশ্বাস। সম্পর্ণ, শরণাগতি আর ভালোবাসার হাত ধরে আসা ভক্তি। অন্ধকার ঘুচে হবে আলোর বিকাশ জীবন মাঝে। নিত্য সত্যের বিকাশ বন্ধ হয়ে গেলে জমে থাকা ভক্তিও খরচ হয়ে যায়। তাই চাই নিত্য বিকাশ জীবন মাঝে নিত্য সত্যের অন্বেষণে। ভগবান তো নিত্যই নবীন তাই প্রতিটি ক্ষণ সে নিত্যই নবীন রূপে বিকশিত করবে অন্তরকে। যে প্রকাশ বাইরে খোঁজা হচ্ছে সে অন্তর মাঝে হৃদয় গুহায় বিরাজমান উজ্জ্বল প্রকাশিত দ্বীপশিখার মতো। চেতন স্রোতে নিত্যই জেগে উঠবে পরম প্রভা জীবনমাঝে। এজীবন চেতন ব্রহ্ম প্রসাদ। জীবন করুক উপভোগ ভক্তির স্বাদ এই ব্রহ্ম প্রসাদের মাধ্যমে।

—ঃঃ—

মনের লাগাম/মনের শক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

দেবপ্রিয়া ঘোষাল

ঠাকুর বলতেন মনের শান্তির জন্য সংসারে থেকেও ঈশ্বরের ওপর পূর্ণবিশ্বাস রেখে নিষ্কাম কর্ম করা এবং নিয়মিত সৎসঙ্গ বা সাধনা করা প্রয়োজন। অহংকার ত্যাগ, সব জীবনের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন এবং বিশ্বাস করলে অন্তরে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। ভগবানের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং 'আমি কর্তা' এই অহংবোধ ত্যাগ করা সব কিছুই অর্থাৎ যে কর্মে সত্যতা আছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে—এই ভাবনা রাখা। নিষ্কামকর্ম অর্থাৎ কোনো কাজ করার সময় স্বার্থ ত্যাগ করে শেষে তাঁর ফল ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করা। সংসারে সব দায়িত্ব পালন করে ও মন ঈশ্বরে রাখা। যেমন পদ্মপাতা জলে থাকে, কিন্তু জলে ভেজে না। নিয়মিত ঈশ্বরের চিন্তা ও প্রার্থনা। ঠাকুর বলতেন মানুষ জীবনের লক্ষ্য শুধুই অর্থ উপার্জন নয়। জীব প্রাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরমেশ্বর সেবা, তাকে জানার ইচ্ছা, ও মনের শান্তিলাভ। মন নামের মত হাতিকে বশে আনা কি সম্ভব? মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমরা কি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না? কেন সম্ভব হবে না? মনই আধার। মনকে বশে আনলে সব হবে। এর জন্যে মা তিনটি উপায় বলেছেন—অভ্যাস, "বিবেক বা বিচার এবং প্রার্থনা।" নৌকাকে এবার জলের স্রোতের বিপরীত যেতে হবে। মাঝি দাঁড় দিয়ে জল কেটে কেটে আস্তে আস্তে নৌকা বাইছে। মেঘযুক্ত আকাশে চাঁদ ভাসছে। চাঁদের আলোয় গঙ্গাকে দুধের মত সাদা দেখাচ্ছে। চাঁদের ওই প্রশান্তি আমাদের মধ্যেও আছে। নৌকা বলে চলেছে 'অভ্যাসের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব ভগবান লাভও সম্ভব। আমেরিকার একজন মানুষ একটি ছোট বাছুরকে রোজ কোলে তুলে দূরে গোচারণ মাঠে নিয়ে যেত। প্রতিদিন করতে করতে এটি তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। দিনে দিনে সেই বাছুরটি বড় হয়ে বলদ হয়ে গেল। তখনও কিন্তু সেই লোকটি বলদটিকে অনায়াসে তুলতে পারত। বহুদিনের অভ্যাসের ফলে বলদটকে তার আর ভারি বলে মনে হত না। ঠিক সেই রকম সঠিক অভ্যাসের দ্বারা মনকে সঠিক পথে চালাতে পারলে ভগবান লাভ ও সম্ভব তাঁর কথা ভাবা/ স্মরণ করা সম্ভব। আজকে ভাবলাম আর কালই ভগবান দর্শন তাকে পেয়ে গেলাম অত সহজ পথ এটা নয় দৈর্ঘ্য ধরে প্রতিদিন অভ্যাস করে একটু একটু করে মনের মধ্যে তাঁর জন্য জায়গা বানাতে হবে তিনি আমাদের সকলের হৃদয় আছেন শুধু মনের ভিতরের আলোটা জ্বালালে তবেই তাকে দেখতে পাবে জানার ক্ষিদে না থাকলে হয় না। সকাল-সন্ধ্যে নির্দিষ্ট সময় শান্ত হয়ে বসে শরীর মনকে একই সূত্রে বাঁধতে হবে, আনার চেষ্টা করতেই হবে। নিত্যকার অভ্যাস যেন নৌকার হাল। মা বলতেন "আত্মবিশ্লেষণ খুব দরকার।" রোজ সকাল-সন্ধ্যা বসলে মন কি একাগ্র হবে? অভ্যাস করার সময়ও তো চঞ্চলতাই দেখতে পাচ্ছি।" নৌকা বলল, 'মনের অভ্যাস সম্পর্কে মা বলতেন, মাছ ধরতে গেলে কি রোজই বড় মাছ পাওয়া যাবে? একদিনই তা পাওয়া যায়। সেই রকম প্রতিদিন মন না বসলেও চেষ্টা ছাড়তে নেই। মন বসুক বা না বসুক নির্দিষ্ট সময় সাধনা করতেই হবে। অভ্যাসের ফলে একাগ্রতা আসবে। অভ্যাস দিয়ে সবকিছুই হবে। ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস প্রতি সেকেণ্ড তাকে ভাবা তাঁর কথা চিন্তা করা, কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে স্মরণে রাখা। বাতাস শূন্য জায়গায় প্রদীপের শিখা যেমন কাঁপে না, তেমনি রোজ অভ্যাস করলে মনের চঞ্চলতা আপনি কমে আসবে। এই অভ্যাসের রহস্য জেনে ধৈর্য্যের সঙ্গে অভ্যাস করলে মন সবসময় ভগবান পথে চলবে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজের মধ্যেও যদি ভগবানকে ভাবি তখন ওই কাজের মধ্যে ভক্তি প্রেম মিশে যায়।

জলের মধ্যে ভক্তি মিশিয়ে দিলে চরণামৃত হয়ে যায়। খিদের মধ্যে ভক্তি মিশিয়ে দিলে তখন সেটা উপোস হয়ে যায়। যখন কেউ হাঁটছে সেইখানে ভক্তি মিশে গেলে সেটা পরিক্রমা হয়ে যায়। ঘরকে ভক্তির মধ্যে মিশিয়ে দিলে ঘর মন্দির হয়ে গেল। দেখাকে ভক্তির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সেটা তখন দর্শন হয়ে যায়। গানে ভক্তি মিশিয়ে দিলে সেটা সংকীর্তন হয়ে যায়। রান্নার সাথে ভক্তি মিশিয়ে দাও তখন সেটা ভোগ হয়ে যায়। যেইখানে ভক্তি মিশবে না তখন সেই পরিবেশটা পরিবর্তন হয়ে ভাগবত প্রেম হয়ে যায়। ভক্তিতে এতটাই শক্তি থাকে।

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণের হৈমবতী

আশুরঞ্জন দেবনাথ

"সঃ তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ম আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্।"

সেই আকাশেই এক মাতৃরূপের দেখা পেলেন—(তিনি) বহুশোভমানা-উমা হৈমবতী। কেনোপনিষৎ (৩/১২)

হৈমবতীর পুরা মন্ত্রটি হচ্ছে, 'সঃ তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ম আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্'। আকাশ বরুণ, মাতা অদিতি। আকাশে সূর্য উঠল। ওই স্ত্রী বহুশোভমানা সাবিত্রী হয়ে দেখা দিলে। এটি তাঁর প্রজ্ঞারূপ। তারপর তিনি হলেন শিবসীমন্তিনী কুমারজননী উমা। এটি তাঁর মাতৃরূপ। তারপর তিনি হৈমবতী হলেন প্রাণের ধারারূপে। হয়ে পৃথিবীতে নেমে এলেন। তিনি মহাশূন্যে অদিতি, দ্যুলোকে সাবিত্রী, অন্তরিক্ষে হিমাচলসুতা কুমারজননী উমা আর পৃথিবীতে হৈমবতীর সহস্রধারা। কিন্তু সব রূপগুলিই ওতপ্রোত। নেমে আসতে গিয়ে উপরের ধাপগুলি ছেড়ে আসেননি। অতএব হৈমবতীরূপে মর্ত্যে নামাতে তিনি সর্বাণী—সবরূপের সমাহারে তিথিনিত্যার সব-কটি, আবার তাদের ছাপিয়ে ষোড়শী, সপ্তদশী অষ্টাদশীও। অর্থাৎ একাধারে পঞ্চদশী কিশোরী, ষোড়শী তরুণী, সপ্তদশী-অষ্টাদশী যুবতী। (১)

*** *** ***

হৈমবতী শ্রীঅনির্বাণের আরাধ্যা দেবী; ভবতারিণী শ্রীরামকৃষ্ণের। শ্রীঅনির্বাণ নিজেই বলেছেন, *** "মহেশ্বরীই হৈমবতী বা ভুবনেশ্বরী। তবে ভুবনেশ্বরীকে আমি concrete বলে অনুভব করি—যেন মৃন্ময়ী চিন্ময়ী। রামকৃষ্ণদেবের ভবতারিণী আর আমার হৈমবতী একই বস্তু।" (২)

*** *** ***

তারপর, হৈমবতীর আবির্ভাবের কথা। এটা আমার জীবনস্বপ্ন—শুধু এই জীবনের নয়—বিগত এবং আগামী বহুজন্মেরও। এদিক দিয়ে আমার জীবন বলতে পারো dedicated to Her, the unknown । আমি একটা অসহ্য জ্বালা বহন করে চলেছি চিরকাল; এবং চলবও। জীবনের উপর ব্যক্তির ছাপ কোনো দিনই অনুভব করিনি—মনে হয়েছে আমি একটা ভাবমাত্র। এটাবেদান্ত সাধনা করে আমি পাইনি—এই নিয়ে এসেছিলাম এখানে—এই নিয়ে যাবও।

হৈমবতীকে দেখেছিলাম প্রথম, যখন আমার বয়স ৭ বছর। ছিলাম পূর্ণিয়াতে—তখনও সুয়-র জন্ম হয়নি। দেখেছিলাম ঐ আকাশে অপারোদ্যুতির একটা ঝলকে। সে দৃশ্য আজও স্পষ্ট মনে আছে; আর মনে আছে তারও পূর্বে তাকে দেখবার জন্য কী একটা অসহ্য বোবা ব্যথা বুক জুড়ে। আমার বাউল জীবন শুরু হয় সেইদিন থেকে। পড়াশুনায় অবহেলা করতে আরম্ভ করেছিলাম; একদিন বাবা শাসন করে বললেন, "মূর্খ হয়ে থাকবি, খাবি কী করে?" স্পষ্ট দেখতে পেলাম—এক সুদীর্ঘ পথ কোন্ ধূসর-কাজল দিগন্তে মিলিয়ে গেছে আর আমি বাউলের মতো সেই পথ ধরে চলেছি ঐ হৈমবতীর সন্ধানে। অসঙ্কোচে বাবার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, "ভিক্ষা করে"। ফলে আরও কিছু উত্তম-মধ্যম প্রাপ্তি হয়েছিল সেদিন এই স্পর্ধার জন্যে।

তারপর তো দেখেছি, ঐ বাউলের পথই আমার জীবনে কী অপূর্বভাবে সত্য হয়ে উঠল। সেই হতে হৈমবতীকে এক মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারিনি। (৩)

*** *** ***

...হৈমবতী উমাকে সত্যি দেখেছিলাম জীবনের প্রথম ঊষায়—এক ফাল্গুন সন্ধ্যার আকাশে, ষড়্-হায়নী বালিকার বেশে, যেন বেলাশেষের গোলাপীরঙের স্থলপদ্ম (যা এখন এখানে ফুটল, জীবনের বেলাশেষে)। ঠিক হিমালয় শিখরে নয়, তবে হিমালয়ের

গণ্ডশৈল ছিল তার পটভূমিকা। আমি তখন সাত বছরের ছেলে। তখন কি জানতাম, তন্ত্রে ছয় বছরের কুমারীর নাম উমা, আর কেনোপনিষদে আছে, 'তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম' ইত্যাদি। সমস্ত জীবনের যত কিছু পাওয়া—তার উৎস ঐ ক্ষণিকার দর্শন, যা আজও সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপং হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।

*** *** ***

আমার হৈমবতী কিন্তু শিবের ঘরনী নয়। বলতে পারো, বৌদ্ধদের যে 'নৈরামণি' —এমন ফাঁকা যে তার মধ্যে সব কিছু ঢালতে পারে ডাস্টবিনের মতো। বোধ হয় কোনদিন বলেছি, তাকে আমি সত্যি আকাশে দেখেছিলাম এক সন্ধ্যায়, যখন আমার বয়স সাত বছর। ছোটো মেয়ে, ঐ হৈমবতীর বাগানের স্থলপদ্মেরই মতো—সকালে বোধ হয় মহাশ্বেতা ছিল। সন্ধ্যায় অনুরাগরঞ্জিতা হয়ে দেখা দিল। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল সেইদিন। আজও তার ছয় বছর পেরোনো বোধ হয় হয়ে উঠল না। বেদের পুরুষ যেমন আজ পর্যন্ত ষোলো বছর পেরোতে পারলেন না, ও-মেয়েও তেমনি পারছে না। এ আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। তার পরিচয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় বোধ হয় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

*** *** ***

হৈমবতীকে ছাড়তে পারি না...

আর একটা নাম আমার মন ভোলায়, 'পদ্মবতী'। যেন ভোরের কচি আলো, রজকিনী প্রেম বিকশিত হেম। মনের চোখে তাকিয়ে দেখি, আকাশের বুকে-মুখে জড়িয়ে নিই। তারপর আর সম্বিৎ থাকে না।

একদিন ঠাকুমার মধ্যে কিশোরী প্রিয়ার স্বপ্ন দেখতাম। আর আমার মধ্যে ঠাকুমা ফিরে পেতেন তাঁর নোলক আর ডুরে শাড়ি পরা বালিকাবধূর রূপ। সে ভালোবাসায় আর তুলনা নাই। (৪)

*** *** ***

আলো ঝলমল নীলাকাশের প্রেক্ষিতে তুষার মৌলি হিমালয়কে "হৈমবতী" থেকে (যেখানেই তিনি থাকতেন হৈমবতীরই কোলে, তা সে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে, আলমোড়া বা শিলংয়ের নির্জন নিভৃতেই হোক অথবা সমতলে কলকাতার কলকোলাহলময়-জনারণ্যেই হোক্। তাঁর আবাসস্থলের চিরদিনের পাকা টিকানা একটাই, 'হৈমবতী'।) দর্শন করে শ্রীঅনির্বাণ জয়ন্তীকে লিখেছেন,—"আবার সেই নন্দার প্রসন্ন-বিশাল দৃষ্টির ছায়ায়। কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে। বাহির আর ভিতর দুইই এবার বদলে গেছে।

এতদিন নন্দার মহিমা আমায় অবিভূত করেনি। মনে হয়েছে, ও বড় সহজ। ওর মধ্যে সেই আকাশচারিণী ষড়বর্ষীয়া উমাকেই বারবার প্রত্যক্ষ করেছি—ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তির অন্তরালে দেখেছি একটি বালিকার অকিঞ্চন স্নিগ্ধমনের নিরন্তর মধুশ্রুতি।

আজ দেখি, কখন যেন কৈশোর ছাপিয়ে বালা হয়েছে তরুণী। পাশেই যোগিনীর 'ত্রিশূল'।*** যেদিন দেখলাম, সেইদিন থেকে নন্দা যেন হয়ে গেল যোগশ্বরের ভ্রূমধ্যবিন্দুস্থিত শক্তিকূট। এই আমার হৈমবতী। অদৃশ্য যক্ষের আকাশে অনিরুক্তা অদিতির বহুশোভমানা-সাবিত্রীদীপ্তি।"

ছেলেবেলার কথা তার স্মরণ হয়, তাকে 'এক বাসন্তী সন্ধ্যায় আকাশে দেখেছিলাম ষট্‌হারণী একটি মেয়ের রূপে—সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ধবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরিয়ে দিয়েছিল। আমি তখন সাত বছরের ছেলে। সেই থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর 'বাসন্তী পঞ্চমীর অভিযান' ষোড়শীর উদ্দেশে, যে অভিযানের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটেছিল হিমালয়ে হৈমবতীর পূর্ণ উদ্ভাসে—"তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্।" (৫)

*** *** ***

পাহাড় ছাড়লেও পার্বতী তো ছাড়বেন না। অহরহ বুক দিয়ে আগলে থাকবেন, জুড়িয়ে রাখবেন। সুতরাং আমি ভাবনা করি না। আমি যেখানেই যাই, যেখানেই যে আমার হৈমবতী। (৬)

*** *** ***

আমার ব্যবস্থা হৈমবতীই করছেন। আমি খুব বুঝে-সুঝে খরচপত্র করি। যখন অভাবে পড়ি, দেখি তিনিই অভাব পূরণ করে দিচ্ছেন। এইজন্য কারও কাছে আমি চাইতে পারি না। (৭)

*** *** ***

মনের পেছনে আছেন হৈমবতী। সবচিন্তা- ভাবনা তাঁরই মৃত্যু শীতল শুভ্র অঙ্গ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ। একসময় তিনি আকাশ হয়ে যান। 'তস্মিন্নেবাকাশে' আমরাও মিলিয়ে যাব— তাতেই আছি সত্য বলতে। ওই আকাশই তো ঠাকুরের কালী—অনেক গভীরে অবর্ণা কালো; আরও কটু উপরে ভেসে আসেন সুনীল তারা হয়ে; আরও ভেসে উঠলে ষোড়শী সুবর্ণ-প্রতিমা হয়ে ঝলমল করেন।

এই পিত্যা ষোড়শীই সারদার চিন্ময় তনু। 'বন্দে মাতরম্' (৮)

*** *** ***

আমার কৈশোর আর প্রথম যৌবনের বহু বৎসর কেটেছে শক্তিভাবে আবিষ্ট হয়ে। অনুভব করতাম, আমিই হৈমবতী। ক্রমে তাঁর থেকে আলাদা হলাম। কিন্তু তিনি আমার বুকে এলিয়েই রইলেন তবু। আজ মনে হয়, তাঁতে আমাতে ভেদ কোথায়? (৯)

*** *** ***

আমার হৈমবতী— ছ' বছরের মেয়ে। মাটিতে। কিন্তু আকাশে সে বহুশোভমানা। ছ'বছরটাও তার স্বরূপ, চব্বিশ বছরটাও। ওই ছ'য়ের মধ্যে চব্বিশ মন হয়ে থাকে, চব্বিশের মধ্যে ছয় পূর্ণ ঐশ্বর্যে ঝলমল করতে থাকে। সাবিত্রী- ভাষণ দেবার সময় একথাটা বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি। (১০)

*** *** ***

আকাশ আর হৈমবতী—এই দুয়ে মিলে একটি অখণ্ড দর্শন। এরই প্রযক্তা শ্রীঅনির্বাণ। একদিকে পরম শূন্যতা, বেদ যাকে বলছেন 'অ-সৎ', বৌদ্ধ বলছেন নির্বাণ, রামকৃষ্ণ বলছেন পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো; আর একদিকে সেই শূন্যতারই বুকে আলোর ইন্দ্রধনু, আলোয় ফোয়ারা, আলোর অয়োরা। একসঙ্গে শূন্য আর পূর্ণ, কালো আর আলো, বৈরাগ্য আর প্রেম, বরুণ আর সাবিত্রী, শঙ্কর আর পার্বতী, হিমবান্ আর হৈমবতী। (১১)

*** *** ***

ঘরে তাঁর থাকত সব সময় হৈমবতীর প্রতিকৃতি, যেন তাঁর ধ্যানের ধন। সেই প্রসঙ্গে একটি পত্রে লিখছেন ঃ

"কালকে মনে হচ্ছিল, হৈমবতীতে আমার ঘরে তার দুখানি ছবি আছে, কিন্তু দুটিকে মিলিয়ে দেখিনি তো এতদিন। আমার পড়ার ঘরে টেবিলের উপরে সে দশপ্রহরণধারিণী, অসুরদলনী মহাশক্তি, অনিরুদ্ধ গতির বেগে সে কাঁপছে, তাকে ঘিরে প্রলয়ের আগুন লেলিহান হয়ে উঠছে। এই আমার অপরাজিতার রূপ। আমার বাণীতে আছে তারই বিদ্যুৎ। সে-বাণী অম্ভৃণ ঋষির কন্যার তৃতীয় নয়নের বহ্নিশিখা। আবার আমায় শোবার ঘরে আছে প্রজ্ঞা-পারমিতার সৌম্য প্রতিমা। সে নিশীথের বিভ্রান্তি, মহাশূন্যের প্রসন্নতা, সতীর প্রেম। একটি দিনের ঋক্ আরেকটি রাত্রির সাম। একটি শক্তি, আরেকটি আনন্দ। একটি কর্ম, আরেকটি প্রেম। মহেশ্বরীর অভঙ্গ সত্তায় দুটি বিভঙ্গ। আমার নিস্পন্দ চেতনা দূয়ের সেতু।" (১২)

গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "মহাজন সংবাদ" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

'বেদ-মীমাংসা' যখন প্রথম প্রকাশিত হ'ল, দেখলাম অনির্বাণ তাঁর গ্রন্থটির একটি উৎসর্গ পত্র চরনা করে পাঠিয়েছিলেন। তাতে শুধু লেখা;

তস্যৈ
যা তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ

অর্থাৎ তাকে, যে তনুটি বিস্রস্ত বা উন্মোচিত করে দিয়েছে, জায়া বা পত্নী যেমন ক'রে পতির কাছে নিজেকে অনাবৃত করে, সুবাসা, সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিতা, সুপরিচ্ছদা।

তখনই জানলাম "তা'র" কথা, যে অনির্বাণের চির জীবনের আরাধ্যা, যার প্রতি তিনি একান্ত অনুরক্তা অথচ যে চিরদিনই অনিরুক্তা, অনির্বচনীয়া, যাকে 'সা' বা 'তস্যৈ' সে বাতাকে ছাড়া অন্য কোনও নাম দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায় না। সোনায় গড়া তার প্রতিমা, ঝলমলে তার রূপ তাই অনির্বাণ তাকে চিনেছিলেন হৈমবতী ব'লে এবং যখন যেখানে থাকতেন তা সে হিমালয়ের আলমোড়া বা পাহাড়ে শিলং বা সমতলের জনাকীর্ণ কলকাতা যাই হোক্, তাঁর আশ্রয়স্থল সর্বদা একনামেই ছিল চিহ্নিতঃ 'হৈমবতী'। এইটিই তাঁর চিরন্তন পাকা ঠিকানা।

হৈমবতী বাক্ যে তাঁর বুকখানি অনির্বাণের কাছে মেলে ধরেছিলেন সম্পূর্ণ অনাবৃত ক'রে, তার পরিচয় তাঁর সব রচনার ছত্রে ছত্রে। যেন বিদ্যুদ্দামস্ফূরিত চকিত তাঁর লেখা।—

শোনা যায়, যখন তাঁর বয়স মাত্র সাত বছর, সেই অতি শৈশবেই অনির্বাণ একদিন নিরুপমসৌন্দর্যময়ী একটি বালিকার দর্শন লাভ করেছিলেন। তারই করুণা তাঁর জীবনকে আলোকিত করে রেখেছে, এ-কথাও তিনি বলেছেন। আর একদিন শৈশবে নয় বছর বয়সে তিনি তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করেন যে ঐ আকাশ যেন তাঁর অন্তরে এসে প্রবিষ্ট হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন, সংজ্ঞা হারান। এ সব অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি বা না করি, অনির্বাণের

জীবনে একদিকে লক্ষ্য করা যায় প্রজ্ঞাপারমিতার অনন্ত শক্তির প্রকাশ, আর এক দিকেঅপার শান্তির নিথর আকাশ। একদিকে যেন নিজেকে প্রকাশ করার অসীম চাঞ্চল্য ও আবেগ, আবার অন্যদিকে মহামৌনে সুস্থিতির এক সহজ স্বভাব। জীবনে তাঁর সাধনার মনে হয় দুটি অবলম্বন ছিল ঃ একটি আকাশ-ভাবনা, আর অন্যটি হৈমবতীর আরাধনা। এ দুটিই সহচরিত, পরস্পর সম্পৃক্ত এবং হয় তো এর সংকেত তিনি কেনোপনিষদ থেকে পেয়েছিলেন। সেখানেও আমরা বর্ণনা দেখতে পাই যে দেবতারা কোথা থেকে এক যক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের সামনে তার পরিচয় জানবার জন্য একে একে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছেন এবং শেষে যেই ইন্দ্র এগিয়ে এলেন, যক্ষ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, এক শূন্যতার সৃষ্টি হল। সেই শূন্যতা বা আকাশে 'তস্মিন্নেব আকাশে স্ত্রিয়মাজগাম' এক স্ত্রী বা শক্তি এসে দাঁড়ালেন বহুশোভমানা উমা হৈমবতী এবং তিনিই চিনিয়ে দিলেন, জানিয়ে দিলেন যক্ষের স্বরূপ। অনির্বাণের সারা জীবনের সাধনায় এই আকাশ ও প্রকাশের যুগল সন্নিধান বা উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। তাঁর জীবনের বিস্তৃত পরিচয়ে এটি সুস্পষ্ট হ'বে।

শৈশব থেকেই তিনি বাগ্বাদিনী সরস্বতীকে বরণ করেছিলেন আপন অন্তরে ইষ্টদেবীরূপে। কোন্ দেবীর পূজা করব, কা'র উদ্দেশ্যে হবি অর্পণ করব? ভাবতে ভাবতে সরস্বতীকেই তাঁর আরাধ্যারূপে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। লিখেছেন নিজেই ঃ মনে পড়ছে শৈশবের কথা। সরস্বতী আমার শৈশব সঙ্গিনী, জীবনের প্রথম উপাস্য। হিন্দুর ঘরে—বিশেষত বাঙালী হিন্দুর ঘরে জন্মেছি, দেবী পূজা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু 'কস্যৈ বা দেব্যৈ হবিষা বিধেম'? মনে ধরল সরস্বতীকে। একটা পুঁথির মলাটে রবি বর্মারক আঁকা সরস্বতীর ছবি ছাপা ছিল। সেটিকে কেটে নিয়ে পিছনে পুরু কাগজ জুড়ে দিয়ে বেড়ার গায়ে গুঁজে রেখেছিলাম। প্রতিদিন তাকে প্রণাম ক'রে স্কুলে যেতাম। ক্রমে তার মূর্তি হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গেল।"

এই যে হৃদয়ে গাঁথা বা অন্তরে তাঁর উপলব্ধি অনির্বাণ লাভ করেছিলেন, তার ছিল তিনটি বিভাব বা অভিব্যক্তি। এই হৈমবতী বা সরস্বতী মূলতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী। সৎরূপে যখন তাঁর উপলব্ধি হয়, তখন তিনি শিবসঙ্গতা, শিবের সঙ্গে অভিন্না। সেখানে কোন কিছুর উন্মেষ নেই, সম্পূর্ণ নিমেষদশা বা অসম্ভূতির অবস্থা। শাস্ত্রে তারই বর্ণনা আমরা পাই ঃ 'তদা তস্মিন্ মহাব্যোম্নি প্রলীনশশিভাস্করে', সেই মহাব্যোমে, মহাশূন্যে সূর্য-চন্দ্র সব অস্তমিত। সেখানে 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর'। এরপর তাঁর উপলব্ধি হয় চিৎরূপে, প্রকাশরূপে। পরা যেন এখানে পশ্যন্তীর রূপ ধরেন, আলোয় ভরে তোলেন সেই বিবর্ণ কালো আকাশের গভীর শূন্যতাকে। এখানে তাঁর উন্মেষ দশা বা সম্ভূতির অবস্থা। এখানে তাঁর ইচ্ছার উচ্ছলন, বহুধা বিসৃষ্টির দিব্য কামনায় তাঁর হৃদয় উদ্বেল। তারপরই তাঁর তৃতীয় রূপের উপলব্ধি জাগে, যেখানে তিনি আনন্দস্বরূপিণী, তরঙ্গভঙ্গের বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপবৈচিত্র্য বা বিভূতির সমারোহ। অনির্বাণের সমস্ত লেখায় শক্তির এই ত্রিবিধ উপলব্ধির দিব্য দীপ্তি ছড়িয়ে আছে।

*** *** ***

তিনি তাঁর আরাধ্যা এই ইষ্টদেবী হৈমবতীকে ভক্তিভাবে করে কত না না নামে ডেকেছেন তাঁর কাব্যে নানা রচনায়। কখনও তিনি কাবেরী কখনও বা কাজরী, কখনও চম্পা, কখনও মালিনী, কখনও অতসী এমনই অজস্র নামে তিনি তাকে তাকে ডেকেছেন। চেয়েছেন শুধু তাকেই একান্ত আপন ক'রে বুকের মাঝে পেতে যে একদা শৈশবে মেঠো পথ দিয়ে স্কুলে যাবার সময় সাত-আট বছরের হাসিতে ভরা অপরূপ তার মুখচ্ছবিটি নিয়ে। কিন্তু সে মুখচ্ছবি যেন চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে রইল তাঁর মানস-পটে এবং তারই আকুল অন্বেষণে তাঁর যেন ছুটে বেড়ানো হিমালয়ের নিভৃত উত্তুঙ্গ শিখর থেকে সমতলের কোলাহল মুখর নগরীতে

অন্তরে তাঁকে লাভ ক'রে ধন্য হয়েছিলেন এবং নিজেই লিখে গিয়েছেন ঃ "আমি বাইরে মানবীর মধ্যে সতীকে না পেলেও অন্তরের গভীরে পেয়েছি নিত্য সামরস্য-হৈমবতী যোগিনী উমাকে।" তাই সারা জীবন যত বিভিন্ন স্থানে যেখানেই তিনি যখন বাস ক'রে থাকুন্, তাঁর বাসস্থানের ঠিকানা ছিল একটাই—"হৈমবতী"। তাঁর সহপাঠী বন্ধু সুরেশ মৈত্রও তাই লিখেছেনঃ "যেখানে তাঁহার কিছুকাল স্থিতি হইত সেইখানেই হইত তাঁহার আশ্রম, আর সে আশ্রমের নাম হইত হৈমবতী।" এই হৈমবতীর কোলেই তিনি নিত্য নিষণ্ণ চিরকাল অবস্থিত ছিলেন। তাই কখনও তিনি শক্তিবিরহিত বা শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেননি। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "আমি শঙ্করের শৃঙ্গেরী মঠের সন্ন্যাসী। প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের দেবী কামাক্ষী কন্যাকুমারিকা। এই দিক দিয়ে ব্রহ্মসাধক শঙ্করের শক্তিসাধনারও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমিও একাধারে বেদান্তী ও তান্ত্রিক। সুদক্ষিণা কন্যাকুমারিকা আমার ইষ্টদেবী। আমি যুগনদ্ধবাদী তান্ত্রিক বেদান্তী—তোমাতে-আমাতে অবিনাভাই আমার জীবন-বেদ।"

সুতরাং হৈমবতী বিনা অনির্বাণের কোন একক সত্তা ছিল না, তাঁর সত্তা সব সময়ই যুগল বা যুগনদ্ধ সত্তা, শিবশক্তি সামরস্যে নিবিক্ত সত্তা। পরীক্ষায় বিনা আয়াসেই কৃতি লাভত্ব সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার, এ সবই তাঁর জীবনে ঘটেছে হৈমবতীর অকৃপণ প্রসাদে

এবং তাঁর নিজের আন্তরিক তপস্যায়।

হিমালয়ের শিখর থেকে শিখরে পরিভ্রাম্যমান অনির্বাণ হৈমবতীর উদ্দেশ্যে অপূর্বভঙ্গীতে নিজেই বলেছেন, "তুমি মহান মাতৃরূপা, আর আমি যেন ছোট্ট একটি ছেলে। হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়েছি ভেসে চলেছি প্রভাতের আলোয় জোয়ারে। কোথায় চলেছি? কৈলাশের পথে? যেখানে শুধু দেওদারের গাঢ় সবুজ, আর বরফের ধবধবে সাদা, আর আকাশের তরল নীল? সাধনায় শিশুকাল হ'তে গলাগলি ক'রে তোমার সঙ্গে বেড়ে উঠতাম যদি... দূর, কিছুই হ'তো না তা হ'লে! শৈশবরে মুগ্ধতা থাকত। কিন্তু আজকের এই গভীর অনুভূতি থাকত কোথায়? অতএব আজ অন্তর গহনের পরিচয় পেয়েছি যখন, তখন এসো, আবার ফিরে যাই শৈশবের সেই কল্পপুরীতে, কৈশোরের সেই প্রভাতবেলায়, তারুণ্যের সেই আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলিতে। আমাদের কিছুই তো হারায়নি, সব আছে যে, সব আছে। এই যে চোখ বুজে যেমন পাই চোখ মেলেও।" উজানে গিয়ে গঙ্গোত্রী গোমুখে পৌঁছে এইভাবে তিনি ভাসিয়ে আসতে চেয়েছেন ভগীরথের মতো গঙ্গার পাবনী ধারার প্লাবনে বাল্য, কৈশোর, যৌবনকে পুনর্জীবিত, দিব্যভাবে উদ্ভাসিত করে তুলতে।

*** *** ***

এই হৈমবতী দিনের পর দিন তাঁর কাছে নিজের মাতৃরূপা মেলে ধরতে লাগলেন, 'তন্বং বিসস্রে', সর্ব আবরণ উন্মোচন ক'রে বিস্রস্ত বাসে তাঁর কাছে ধরা দিলেন, একান্ত কৃপাময় হয়ে তাঁকে যেন জড়িয়ে ধরলেন আপন স্নেহলতা পাশে। তাই হিমালয়ের কোলে বসেই সুরু হয় তাঁর বেদার্থ বিমোচনের দুরূহ সাধনা। নিজেই লিখেছেনঃ "এ লেখা আমার একটা তপস্যা, আমার ইষ্টেরই উপাসনা।...বিশ্বাস করি, বাণীরূপে তিনি সবার অন্তরে আছেন। বাইরে প্রচার না হ'লেও, অন্তরীক্ষে এ তপের তাপ ছড়িয়ে পড়ছেই। এটা আমার কোন কৃতিত্ব নয়—তাঁরই ইচ্ছার প্রকাশ। আমি নিমিত্ত মাত্র।" বেদমাতার দিব্যসুধারসে পরিতৃপ্ত, সেই অমৃত আসব পানে মত্ত অর্নিবাণের দিব্য দৃষ্টির সামনে তখন সেই মহামাতৃরূপ বাণী যেন তাঁর চোখ-ধাঁধানো বৈদ্যুতী দীপ্তি নিয়ে দণ্ডায়মানা। সে-কথাও নিজেই প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন একটি পত্রেঃ "বেদের ব্যাখ্যা করে চলেছি। তার কটা অনির্বচনীয় মত্ততা আছে। সেই মত্ততার উৎস হ'ল আমার চম্পা (অর্থা হৈমবতী)। ও যদি অমন ক'রে ধরা না দিত, বেদের রহস্য বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'ত। মৃন্ময়ীই চিন্ময়ী হয় যে-দৃষ্টিতে, ঋষির সেই দৃষ্টিতে কোন্ সুদূর অতীতে একদিন স্খলিত হয়েছিল উন্মুক্ত বাণীর রূপ। সেই রূপ আমি দেখেছি। ... আর প্রাণের ছন্দে তাকে হিল্লোলিত করে চলেছি।"

*** *** ***

"জ্ঞান হওয়া অবধি আমি কাউকে চাইনি—সেই মহামাহেশ্বরীকে ছাড়া। আমার এ চাওয়া বৃথা যাবে না। আজও আমি বিশ্বাস করি, বেলাশেষের শেষ লগ্নে সন্ধ্যার গৈরিকরঞ্জিত হৃদয়ে তার পরিপূর্ণ রূপটি আমি দেখে যাব"।

তাঁর চির আরাধ্যা এই মহামাহেশ্বরী হৈমবতীর প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন ঃ "আমার হৈমবতীর দুটি রূপ—একটি তার রুদ্রাক্ষবলয়িতা যোগিনী উমার রূপ আর একটি তার দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী দুর্গার রূপ। একটি ব্রাহ্মীচেতনার ঘনবিগ্রহ আর একটি ক্ষাত্রশক্তির প্রতিমা। সমাজ চেতনার মূলে একটি নারীর ধৃতিশক্তি, আর একটি তার কৃতিশক্তি। দুটির সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ ভাবের সৃষ্টি। এই মৌলিক ভাবটিই এক একটি আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার বিচ্ছুরিত হবে দিব্য প্রকৃতির নানা বিভূতিতে—কৌমারী চেতনায় শুভ্রতায়। অম্লান কৈশোরের উচ্ছলতায়, মনোন্মনী ভাবনার নিবর্ণতায়, সিদ্ধ শৈশবের চিন্ময় আনন্দ আন্দোলনে। অপরাজিতা, আমার হৈমবতী সত্যিই যে 'বহুশোভমানা' তার রূপের যে অন্ত পাই না ধ্যানের গম্ভীরায়। আমার দেবী সে কি মানবীর মধ্যে রূপ ধরবে না? আমার জীবনভোর ব্যাকুলতার কি অবসান হবে না কোনদিন?" (১৩)

আকরগ্রন্থসমূহ

স্নেহাশিখ (১ম) ১
আত্মকথা—২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯,
ঋষি অনির্বাণ—৫
পত্রং পুষ্পম— ৮
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে— ১০
স্মৃতি চারণে মহাযোগী অনির্বাণ—১১
মহাজন সংবাদ—১২, ১৩

—ঃঃ—

SRI ANIRVAN

Ashu Ranjan Debnath

Sri Anirvan, a great mystic poet, seer and illuminating interpreter of Indian wisdom, particularly of the vedas, was born on 8th July, 1896 in the town of Mymensingh in East Bengal (now Bangladesh).

His magnum opus, 'Veda Mimamsa' an exposition on the vedas, came out in the three volumes in 1961,1965 and 1970 won unsought the prestigious prize, Rabindra Puraskara, instituted by The Government of West Bengal, it is rare that works essentially philosophical and theosophical should also have such uncommon literary excellence. The fact is that Sri Anirvan was a poet-mystic and poet-scholar.

Sri Anirvan was a Baul, a solitary man with no ashram surrounding him, who received in exactly the same way a cloth merchant from the nearby hamlet and a Member of Parliament residing in the District. His approach was very simple. He wanted no sign of veneration, He knew how to listen without haste, even when his available time was limited, One felt in him a widely cultured man, and this impression was heightened by his attitude of respect towards his visitors.

Sri Anirvan's original name was Narendra Chandra Dhar. His father, Rajchandra Dhar, practised medicine; his mother's name was Sushila Devi. Both were affectionate and pious. Thus the child grew in an environment of love, harmony and wholesomeness.

At the age of thirteen he already wanted to follow his father, who had joined the vast Ashram of Swami Nigamananda in Assam, but the Guru of that Ashram decided that he should have a university career in order to be able to serve the Saraswat Sangha to the best of his ability.

Accordingly for six years, first in Dhaka and then in Calcutta, he pursued his study of Sanskrit and Indian Philosophy, specialising in the Vedas. A brilliant student, Narendra stood first in the University of Calcutta Sanskrit examinations at both the bachelor's and master's levels.

At the age of twenty two, the young scholar returned to the Ashram, which had grown rapidly after the initial labour. The number of inmates rose to fifty. Narendra taught in the Ashram's school, 'Rishi Vidyalaya'; edited its journal' Arya Darpana', and in times assumed many other responsibilities as well. Swami Nigamananda was in fact preparing Narendra to succeed him. He initiated him into Sannyasa and gave him the new name Nirvanananda. After twelve years of faithful service ,one night in 1930, at the age of thirty four, he left the Ashram with only his staff in hand.

As a Baul, he took the name of Anirvan, a name by which he was to be known later on to the larger world. Events proved that he was right It was a great gain for the cause of Indian religious culture of which he became a great interpreter and exponent He was now on his own. In due course, he also gave up the saffron clothes of a sannyasin. It signified a change in approache, philosophy and life goal. It was also a declaration that he was free from the ties which even Sannyasa forges.

Not much is known of his years of wandering during the next twelve years. Travelling widely in the Himalayas and Assam, he spent much time alone in quiet retreats, meditating, studying, writing. By disposition he was a lover of solitude and nature, but Sri Anirvan also believed in

accepting the world and sharing his life with others. Even during his wandering years, he lived for a long stretches in the cities, often as the guest of an old friend, Biren Sen, a government officer who was posted at the time in Delhi, Allahabad, Lucknow and mainly Ranchi. Wherever he stayed, a small number of fellow-seekers gathered around him. Sri Anirvan shared with them what light he had, but at the same time was careful to remain unassuming and informal; he wished to keep others and himself free. In the winter, it was his custom to travel different parts of India, Visiting friends in the towns and cities, going to historical sites and places of pilgrimage. This winter tour was a way of keeping in touch with things around. His last pilgrimage was on 1967 to Badri-Kedar, and then his travels ended.

In 1944 Sri Anirvan began living in a house near Almora. There he made a translation of Sri Aurobindo's great philosophical work. The Life Devine, and also started writing his own great work, 'Veda Mimamsa'. It was during this time that Sri Anirvan fully realised the meaning of a brief but momentous childhood experience. At the age of seven he had a revelatory vision of a young girl of radiant beauty, whose charm and mystery had haunted him ever after. At Almora, he recognised her as the presiding deity of his life, "The Divine Mother born of perfect wisdom" who, he felt, was unfolding to him the secret of the Veda, the meaning of India's philosophical systems and the essence of her heritage. In her, he recognised the Uma Haimavati of the Kena Upanishad who led Indra, King of Gods, to the Supreme God-head. Throughout his life Sri Anirvan remained a devotee and interpreter of this Haimavati principle.

When in due course, Sri Anivan came to translate the 'Third Mandala of Vedas' his work became even more intense. He needed more helpers as well as complete isolation. It was at this point at Lohaghat in Almora that Madame Lizelle Reymond, a French lady, in search of self-knowledge and spiritual wisdom, met him, this lone monk, unconnected with any of the known monasteries, and engaged in the translation of the Vedas. She became his pupil and also his biographer. She remained with him for five years and kept contact with him throughout his life. It is thanks to her that we have a fuller account of Sri Anirvan's life of this period and duration . Her " My life with a Brahmin family" is primarily a history of larger Indian life as focussed in the life of an individual Hindu Family; but it is also a story, in the last chapters of the book, of her meeting and staying with Sri Anirvan. The story is moving and told with great sensitivity, sympathy and objectivity. There are also two more books by her, "To Live Within" and "Letters from a Baul" life within life; specifically written on Sri Anirvan's life and his teachings.

In 1953-54. Sri Anirvan moved from Almora to Shillong in Assam and again finally in 1965 to the Vicinity of Calcutta which remained the field of this activities during the rest of his life. Wherever he lived, he called his place 'Haimavati' the Goddess of his early vision. He continued writing and also started giving systematic lecture courses to a small group of disciples.

Sri Anirvan passed away on 31 May 1978, at the age of Eighty two.

" My ambition is not very great", he once said, " it is to live a life rich in impressions, luminous to the end; to leave behind a few books embodying my life-long search for Truth, and a few souls who have caught fire. My Aim? Simply to inspire people and give them the most complete freedom to live their own life. No glamour, no fame, no institution-nothing. To live simply and die luminously,

Sri Anirvan is the author of more than thirty books, most of them commentaries on the scriptures and philosophical systems of India. His first major published work was a two-volume Bengali translation of Sri Aurobindo's The Life Divine . Sri Aurobindo hailed it as a 'living translation'. Another sister publications. Yoga- Samanvaya Prasanga, based of Sri Aurobindo's "The Synthesis of Yoga" . His other published works include his magnum opus 'Veda Mimamsa' an exposition on the vedas, came out in three volumes, GayatriMandal (six volumes), DivyaJivanaPrasanga, Upanishad Prasanga (Six volumes), Gitanuvacana, (commentaries on the gita, three volumes) , Vedanta Jijnasa, Pravacana (four volumes), Antaryoga and several others. Other books include several volumes of Letters and Diaries and a few smaller works. All but one were written in Bengali. The exception is 'Buddhi-Yoga of the Gita and other Essays', a collection of most of his writings in english.

India has had many saints but Sri Anirvan was also a great national 'Acarya'. Some men have great spiritual qualities and can claim deep spiritual experiences but they lack the power of articulation; but others like Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Sri Anirvan have the ability to formulate the deeper axioms and ideals of a culture and put them in the words. To see Indian culture as a whole makes many demands. It requires an inner eye as well as wide glance. If one is too much attached to one view, one would fail to see the whole. Sri Anirvan had all the requisite qualities for this task. He combined scholarship with sadhana supported by an intellect which was analytic as well as synthetic. This combination helped him in unravelling the meaning of Hindu scriptures. An alert and awakened intuition helped the understanding. Sri Anirvan roams through the vast territory of Hindu philosophical and theosophical thought with ease and familiarity. There could be no better guide than him in these terrains. Beginning from the Rgveda, the primal testament of the religious life of the Aryas, Sri Anirvan shows how, for every Vedic concept or image, there is a Puranic and a Tantric equivalent; and how the same truths are found in Buddhism and how they are celebrated by medieval saints. He shows inner links in the truth of different spiritual traditions and sadhanas and relates them to the deeper life of the soul.

Sri Anirvan also talked of the Void, of Death in life, of becoming sky-like 'akasavat'. Void to him was the prototype of the life of a liberated man. To a life lived with its centre in the Void , everything is an unimpeded flow and nothing is burdensome; such a life is deepened, widened, expanded,self-exceeded; it becomes fuller and is lived in the image of the Vast.

He regarded Sri Ramkrishna, Swami Vivekananda as great teachers. But amongst his own non-human gurus were the Sky, the Sun, the Seasons, trees and plants. He looked at them long and lovingly. He tried to imbibe their vastness, their purity, their luminosity, their rhythm, their spiritual content. It was a part of his sadhana to become one with the cosmic life, to feel its pulsation and working in his own life. This helps to shed a false personality.

As a Baul, he was a completely free man. All that remains are his letters, which contain the kind of advice a Baul can give : "The days that you were here appear so soft through the fading light of the past. We can always flit away to the Infinite through the door of the inner being. Can the march over hills and dales ever end? Remember that expansion is not doing anything, it is only being and becoming. The Spirit is and the manifestation does. It grows from the centre outwards just like the sprouting of a seed quiescent, and yet the initiator of all movement. Remember that you are both Spirit and manifestation in yourself. That is why I am repeating; Be yourself."

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st June 2026
Jaistha–1433
Vol. 24. No. 2

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৭ই জুন, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৪ই জুন, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২১শে জুন, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৮শে জুন, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.